

سلسلہ چشتیہ کے مشہور تین بزرگانِ دین

چشمتیا سلسلسلار

پراسدک تین

بۇرگانه دین

هयरत خاجا نلزام ؤدءن آؤللا (ره.)

هयरت خاجا ناسلر ؤدءن ؤهراغه دهلهلى (ره.)

هयरت خاجا آمىر خسره ماهمؤد دهلهلى (ره.)

مؤل

ڈ. جھړؤل হাসان شارهب

انوباد

مؤهاسمؤد آابؤل هاهى آل نءلى



آاللما شاه آابؤل جببار فاؤنءشن

চিশতিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ তিন বুয়ুর্গানে দীন

মূল: ড. জহুরুল হাসান শারেব

অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল আলীম আল-হাসান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হি. = জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৩৪, বিষয় ক্রমিক: ১১

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছুফিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

Silsila-a-Chishtiar Proshiddo Tin Buzurgan-e-Deen: By: Dr. Zahurul Hasan Sharib, Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Al Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 80

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা

০৫

৥১৥ মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা

নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)

০৬

বংশ-পরিচিত, মাতৃ ও পিতৃ পরিচিতি

০৬

পিতৃ ও মাতৃবংশ পরিচিতি

০৭

তঁর জন্ম, উপাধি ও আসল নাম

০৭

শিক্ষা-দীক্ষা

০৮

দিল্লি অবস্থান, ধ্যানমত্ত এক আত্মহারার সাক্ষাৎ লাভ

০৯

খাজা গঞ্জেশকর (রহ.) কর্তৃক অদৃশ্য বায়আত লাভ

১০

জীবনে আশু পরিবর্তন

১১

অযোধ্যার পথে যাত্রা

১২

খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দরবারে

১২

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বায়আত ও খিলাফত লাভ

১৩

বায়আতের শাজরা

১৩

পীর-মুরশিদের খিদমতে

১৪

দিল্লি প্রত্যাবর্তন এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ

১৫

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অবস্থান পরিবর্তন

১৫

জীবনের শেষান্ত এবং তাবাররুক বিতরণ

১৬

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর ওফাত

১৭

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর খলীফাগণ

১৮

চরিত্র ও পীর-মুরশিদের ভালোবাসা

১৮

শানে মাহবুবী (রহ.)

১৯

হাদিয়াপ্রাপ্তি, লঙ্গরখানার যাত্রা ও দুনিয়ার প্রতিহিংসা

২০

তঁর উদার হস্তে দান-খয়রাত

২০

তঁর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুয়ুর্গি

২১

তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, তাঁর শিক্ষানুরাগিতা	২২
তাঁর শিক্ষা	২৩
সেমা (সামা') সম্পর্কে তাঁর অভিমত	২৬
তাঁর স্মরণীয় কিছু বাণী	২৬
মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দুআ ও অযীফাসমূহ	২৮
তাঁর কাশফ ও কারামত	২৯

॥২॥ হযরত খাজা নাসির উদ্দীন

মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)

বংশ-পরিচয়, মাতা-পিতা	৩২
জন্ম, নাম, খেতাব, লকব বা উপাধি	৩৩
শিক্ষা ও দীক্ষা, দরবেশগণের সাহচর্য লাভ	৩৪
দিল্লি আগমন, বায়আত ও খিলাফত লাভ	৩৪
সাধনা, অসীয়তনামা	৩৬
তাঁর খলীফাগণ, বিশেষ গুণাবলি	৩৭
তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল-সহানুভূতিপ্রবণ	৩৭
গযল আসক্তি, তাঁর শিক্ষাসমূহ	৩৮
তাঁর নির্বাচিত বাণীসমূহ	৩৯
তাঁর অযীফাসমূহ, তাঁর কতিপয় কারামত	৪০

॥৩॥ হযরত খাজা আমীর খসরু

মাহমুদ দেহলভী (রহ.)

বংশ-পরিচিতি, পিতৃপরিচয়	৪১
জন্মগ্রহণ ও উপাধি, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা	৪১
বায়আত ও খিলাফত লাভ	৪২
খাজা হাসান (রহ.)-এর সাথে ভালোবাসা	৪৩
বাদশাহগণের সাথে সুসম্পর্ক	৪৩
হযরত আবু আলী কলন্দর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ	৪৩
তাঁর ভারী উপাধি অর্জন, তাঁর অসীয়ত	৪৪
চারিত্রিক গুণাবলি, পীর-মুরশিদের ভালোবাসা	৪৫
পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা	৪৬
কাব্য ও কবিতা	৪৭
তাঁর লিখিত বিশেষ গ্রন্থাবলি	৪৮

আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

ইতিহাস সাক্ষী, উপ-মহাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসলামের আলোর ছায়াতলে মানুষ স্থান লাভ করে আহলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে।

যুগে যুগে ঈমান, ইসলাম ও ইখলাসের দাওয়াত যেভাবে হক্কানী-রব্বানী ওলামা-মাশায়েখ প্রচার ও প্রসার করেছেন সেভাবে কোনো রাজা-বাদশাহ-শাসক-প্রশাসক প্রচার করেননি। তাই আদিকাল থেকে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আল্লাহর আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি আন্তরিকতার সাথে আছে ও থাকবে। যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এ গ্রন্থে চিশতিয়া তরীকার প্রসিদ্ধ হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.), হযরত খাজা নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) ও হযরত খাজা আমীর খসরু মাহমুদ দেহলভী (রহ.) প্রমুখ মশায়িখে তরীকতের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মের বর্ণনা করা হয়েছে যা মূল উরদু গ্রন্থ দেহলী কে বাইশ খাজার অনুবাদ ইতঃপূর্বে এর সাথে হযরত খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)সহ একত্রে খাজেগানে চিশতিয়া নামে বই প্রকাশিত হয়েছে। তা আমাদের জন্য হতে পারে জীবনাদর্শ। আগামীতে আরও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিত নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি।

এ গ্রন্থ পাঠে কোনো পাঠক-পাঠিকা সামান্য কিছুও উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাগনের জীবন ও কর্ম জানার, বোঝা, শিক্ষাগ্রহণ এবং আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

০৫ ডিসেম্বর ২০১৫

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

মাহবুবে ইলাহী

হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)

হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া হুছেন, মাহবুবে ইলাহী (রহ.)। তিনি হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.)-এর গদীনশীন। তিনি হুছেন, খাজাগণের মূর্তপ্রতীক, আল্লাহর পথে শৃঙ্খলা বিধানকারী, শরীয়তের মশাল এবং দীনে হকের কাণ্ডারী।

বংশ-পরিচিতি

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বংশধরগণ বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদা হযরত সাইয়েদ আলী এবং নানাজান হযরত সাইয়েদ আরব বুখারী পরিবার-পরিজন নিয়ে হিজরত করে সুদূর লাহোর নগরীতে আগমন করেন। লাহোরে কিছুদিন অবস্থান করে পুনরায় বদায়ুন চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

তৎকালীন সময়ে বদায়ুন সুফি সাধক এবং সম্মানিত আলেমগণের বিচরণস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত সাইয়েদ আলী এবং হযরত সাইয়েদ আরব অত্যন্ত দীনদার পরহেজগার ছিলেন। দীনের পক্ষ থেকে যেমন সম্মানিত ছিলেন তেমনি ইহলৌকিক ধন-সম্পদের দিক থেকেও অতীব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

মাতৃ ও পিতৃ পরিচিতি

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পিতার নাম ছিল হযরত খাজা সাইয়েদ আহমদ। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে অলী হয়েই দুনিয়ার কোলে এসেছিলেন। হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বায়আত ও খিলাফত নিজ সম্মানিত পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। তিনি কিছুদিন কাজীর পদে দায়িত্ব পালন করলেও শেষ পর্যন্ত নির্জন আস্তানায় ধ্যান মগ্ন হয়ে পড়েন।

৭ চিশতিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ তিন বুয়ুর্গানে দীন

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর সম্মানিত জননী ছিলেন হযরত খাজা সাইয়েদ আরবের কন্যা । তিনিও মহান আল্লাহর শুকর এবং সবর কবুল করার পথে অদ্বিতীয় ছিলেন । তিনি ত্যাগ, সাধনা ও জ্ঞান-গরীমার ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে সুখ্যাত ছিলেন । বিবি জুলাইখা তাঁর নাম ছিল ।

পিতৃ ও মাতৃবংশ পরিচিতি

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পিতৃবংশীয় পরিচয় নিম্নরূপ: হযরত খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আলী বুখারী ইবনে সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়েদ হাসান ইবনে সাইয়েদ আলী ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আলী আসগর ইবনে সাইয়েদ জাফর ইবনে ইমাম আলী হাদী নকী ইবনে ইমাম মুহাম্মদ তকী আল মুলকাব থেকে জওয়াদ ইবনে হযরত ইমাম আলী রেযা ইবনে হযরত ইমাম মুসা কাজেম ইবনে হযরত ইমাম জাফর সাদেক ইবনে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের ইবনে হযরত ইমাম আলী আল মুলকাব থেকে জয়নুল আবেদীন ইবনে হযরত সাইয়েদুনা ইমাম হুসাইন ইবনে হযরত ইমামুল আউলিয়া সাইয়েদুনা হযরত আলী (রাযি.) ।

মাতৃ-নসবনামা নিম্নরূপ: হযরত বিবি জুলাইখা বিনতে খাজা সাইয়েদ আরব আল বুখারী, ইবনে সাইয়েদ আবুল মুফাখির ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ আজহার ইবনে সাইয়েদ হুসাইন ইবনে সাইয়েদ আলী ইবনে সাইয়েদ আহমদ ইবনে সাইয়েদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইয়েদ আলী আসগর ইবনে সাইয়েদ জাফর ইবনে ইমাম আলী হাদী নকী ইবনে ইমাম মুহাম্মদ তকী আল মুলকাব থেকে জওয়াদ ইবনে হযরত ইমাম আলী রেযা ইবনে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের ইবনে হযরত ইমাম আলী আল মুলকাব থেকে জয়নুল আবেদীন ইবনে হযরত সাইয়েদ ইমাম হুসাইন ইবনে হযরত ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী (রাযি.) ।

তাঁর জন্ম

তিনি হলেন, সরাসরি সাইয়েদ বংশীয় এতে কোন সন্দেহ নেই । মাতৃ-পিতৃ দু’দিক থেকেই তিনি সাইয়েদ ও হুসাইনী বংশীয় । তিনি ২৭ সফর ৬৩৬ হিজরীর শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এ জগতে আগমন করেন ।

উপাধি ও আসল নাম

মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রকৃত নাম হচ্ছে, মুহাম্মদ নিয়াম উদ্দীন । তাঁর উপাধি হচ্ছে, যথাক্রমে সুলতানুল মাশায়িখ ও মাহবুবে ইলাহী ।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অতিঅল্প বয়সে তাঁর পিতা হযরত খাজা সাইয়েদ আহমদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। যখন তাঁর সম্মানিত পিতা দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ সময় হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ) বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর।^১

শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত মাহবুবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মা জননী তাঁকে মজ্জবে পাঠালেন। সেখানে তিনি হযরত মাওলানা শাদী মাকরাযী থেকে কুরআনের এক পারা পাঠ শেষ করেন এবং সেই এক পারার বরকতে তিনি একাই পূর্ণ কুরআন শেষ করেন।^২

এরপর তিনি কিতাব পাঠ শুরু করলেন। তিনি প্রসিদ্ধ কিতাব মুখতাসারুল কুদুরী হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন উসুলী (রহ.)-এর কাছ থেকে পড়া শেষ করেন। যখন সম্পূর্ণ কিতাব পাঠ শেষ হল তখন, হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন (রহ.) তরীকতের সকল আলেম, আউলিয়ার উপস্থিতিতে তাঁর হাতে রক্ষিত পাগড়ি হাতে নিয়ে বললেন, এস, আমার কাছে এস। এ দস্তারখানা আজ তোমার মাথায় বেঁধে ফেল। শিক্ষকের কথানুযায়ী তিনি দস্তার নিজ মাথায় বেঁধে নিলেন।

হযরত সুলতানুল মাশায়িখ মাওলানা শামসুদ্দীন (রহ.) যিনি শামসুল মুলুক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মকামাতে হারিরী অধ্যয়ন করলেন। হযরত মাওলানা শামসুল মুলুক আরবী সাহিত্য এবং অভিধানের ক্ষেত্রে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এজন্য শহরের অনেক বড় বড় আলেম তাঁর হাতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সকল স্তরের জাহেরী ইলম যেমন- ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, কালাম, মাআনী, মানতিক, হিকমত, দর্শন, গণিত, প্রকৌশল, শব্দকোষ, আরবী সাহিত্য ও কিরআত পাঠেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। সাত প্রকার কেরাতসহ তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ করতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি দিল্লি পৌঁছে হযরত মাওলানা কামাল উদ্দীন মুহাদ্দেস সাহেব থেকে মশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থের সনদ লাভ করেন।

তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.)-এর খিদমতে অযোধ্যায় হাজিরা দিয়ে ছয় পারা কুরআন শরীফ শিখেন এবং আরো তিনটি কিতাব পাঠ শেষ করেন।

^১ সিররুল আরিফীন

^২ হাসান দেহলভী, ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ

বলা বাহুল্য তিনি জাহেরী ইলমে অত্যন্ত পাকাপোক্ত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের স্বীকারোক্তি হিসাবে আলেমগণের মাঝে ‘নিয়াম উদ্দীন বাহাসে মাহফিল সেকন’ উপাধি নিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দিল্লি অবস্থান

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জাহেরী ইলম শেষ করে ‘বদায়ুন’ থেকে হিজরত করে দিল্লিতে শুভাগমন করেন। যাওয়ার সময় তাঁর সম্মানিত মা-জননী এবং পরিবারের সকল সদস্য একসাথে সেখানে চলে যান। দিল্লিতে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুললেন। দিল্লি পৌঁছেও হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কয়েক বছর পর্যন্ত বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত হযরত মাওলানা আমিন উদ্দীন মুহাদ্দিস সাহেবের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইলমী ফয়েজ অর্জন করেন।

তিনি যখন দিল্লি অবস্থান করছিলেন তখন সেখানে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর ভাই এবং তদীয় খলীফা হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.) যেখানে থাকেন তাঁর একদম কাছাকাছি একটি স্থানে ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থান নিলেন। দিল্লি আসার কিছুদিন পর এখানে তাঁর মা-জননী ইন্তেকাল করেন। এতে তিনি খুব বেশি শোকে ভেঙে পড়েন। তিনি সদা-সর্বদা হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.)-এর সংস্পর্শে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতেন।

ধ্যানমত্ত এক আত্মহারার সাক্ষাৎ লাভ

একদিন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কুতবুল আকতাব হযরত খাজা কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মাযারে যিয়ারত করতে যান। সেখানে এক মজযুব তথা আত্মহারা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পান। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) ওই ব্যক্তির কাছে দুআ চাইলেন, যাতে তিনি কাজীর পদ লাভ করতে পারেন। তখন ওই মজযুব ব্যক্তি বললেন, হে নিয়াম উদ্দীন! তুমি কি কাজী হতে ইচ্ছা কর? আমি তোমাকে দেখছি, তুমি ধর্ম বিশারদ এক বাদশাহ। তুমি এমন স্তরে পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে সকল বিশ্ববাসী তোমার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করে ধন্য হবে।

একদিন তিনি হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.) থেকেও দুআপ্রার্থী হলেন, যাতে তিনি কাজীর পদ পেয়ে যান। হযরত মুতাওয়াক্কিল (রহ.) মাহবুবে ইলাহীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কখনো কাজী হতে পারবে না বরং একটা জিনিস আমি দেখছি তোমার মধ্যে, যা আমি ছাড়া আর কেউ জেনে না।

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

গঞ্জেশকর (রহ.) কর্তৃক অদৃশ্য বায়আত লাভ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বয়স যখন সবেমাত্র বার, তখন তিনি বদায়ুনে অবস্থান করছিলেন এবং শব্দকোষ আয়ত্ত্বকরণে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তথাকার একদিনের ঘটনা। হুযুরের সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন উসূলীর কাছে মুলতান থেকে একজন ভদ্রলোক এলেন। ওই ব্যক্তির নাম ছিল আবু বকর খররাতা। তাঁকে অনেকে আবু বকর কাওয়ালও বলে থাকেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর শিক্ষক মহোদয় সেই আবু বকর কাওয়াল থেকে সেখানকার পীর মাশায়িখ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তি হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর বেশ সুনাম করলেন। তিনি বললেন, আমি ওনাকে আমার কাওয়ালীও শুনায়েছি। তাঁর ত্যাগ-তিতীক্ষা ধ্যান সাধনা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর ক্রীতদাসগণের পর্যন্ত এমন অবস্থা যে, তাঁরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুধু যিকরে ইলাহীতে নিমজ্জিত থাকেন।

এসব কথা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শুনছিলেন। অতঃপর আবু বকর কাওয়াল অযোধ্যার বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর কথা শুরু করলেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, আমি তাঁর পাক দরবারে হাজির হয়ে পূর্ণ একটি মাস কাটিয়েছি। তিনি রুহানী ফয়েযের মাধ্যমে আমার অন্ধকার অন্তরকে আলো ঝলমল করে দিয়েছেন। তিনি সকল মানুষের অন্তর জগৎকে আকর্ষণ করে রেখেছেন। তাঁর অনেক শিষ্য রয়েছেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর এ প্রশংসা শুনে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের জোর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর কদমবুচি করার প্রবলতর ইচ্ছার উদ্রেকে উদ্বিগ্ন সময় অতিবাহিত করছিলেন।

সেই অকৃত্রিম ভালোবাসা, বায়আতের উৎসাহ উদ্দীপনা, বিশ্বাসের স্রোতে দিন দিন কুলভাঙ্গা জোয়ারের মাঝে আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি আরাধ্য প্রেমিকের নাগাল না পেলেও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ প্রতি নামায শেষে দশবার ‘শায়খ ফরীদ’ এবং দশবার ‘মাওলানা ফরীদ’ নামের স্মরণ আরম্ভ করে দিলেন। এ অদৃশ্য বাতেনী ভালোবাসাকে কারো রুখবার শক্তি নেই। ক্রমান্বয়ে এ ভালোবাসার কথা হুযুরের বন্ধু মহলেও লুকানো রইল না। তিনি হযরত খাজা গঞ্জেশকর (রহ.)-এর প্রেমে এমন পাগলপারা হয়ে গেলেন যে,

পারস্পরিক কোন প্রতিজ্ঞার ব্যাপারেও হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর নামে কসম করা শুরু করলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন বদায়ুন থেকে দিল্লি অবস্থান করার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন আয়ুজ নামক এক ব্যক্তিকে সাথী করে নিলেন। চলার পথে যখন কোথাও বিপদের আশংকা বা ভীত হতেন তখন ওই ব্যক্তি বেমালাম বলে ফেলতেন, 'হে পীর সাহেব! আপনি হাজির থাকুন। আমি তো আপনার আশ্রয়ে চলেছি।'।

হযরত মাহবুবে ইলাহী তাঁর একথা যখন শুনলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পীর সাহেবের নাম কি? কোথায় থাকেন ওনি? যার মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছে? ওই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমার পীর সাহেব তিনি, যিনি আপনার অন্তরকে আকৃষ্ট করে নিয়েছেন আর আপনাকে তাঁর পবিত্র প্রেমের পাগল বানিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন, খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)।

একথা শোনার পর হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর সততা এবং বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি হয়ে গেল। তিনি এমনিতেই দিল্লিতে হযরত শায়খ নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রহ.)-এর দরবারে খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর গুনগান, সাবলীল চরিত্রের কথা শ্রবণান্তে তাঁর ভালোবাসা এবং কদমবুচির আগ্রহ দিন দিন আরো বর্ধিত হয়েছে। দিন-মাস অতিবাহিত হচ্ছিল, এভাবে তিনটি বছর কেটে গেল।

জীবনে আশু পরিবর্তন

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জামে মসজিদেই রজনী কাটিয়ে দিতেন। একদিন সকাল বেলা মুয়াজ্জিন মিনারে উঠে এ আয়াতটুকু উচ্চস্বরে পাঠ করলেন,

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ ۝

'কেন, মুমিনদের জন্য কি সে সময়টা আসেনি, তাঁদের অন্তরসমূহ মহান আল্লাহর যিকরে অবনত হয়ে যাবে?'

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন এ আয়াত শুনতে পেলেন, তখন তাঁর মাঝে একটা প্রচণ্ড রকমের জোয়ার এসে গেল। তাঁর অবস্থা তড়িঘড়ি অন্য রকম রূপ নিল। দুনিয়ার সকল মায়া-মগ্নতা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। যেন তাঁর অন্তরে দুনিয়ামুখী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া রইল না। দুনিয়ার সকল মায়াজাল ছিন্ন করে একাগ্রচিত্তে নির্জনবাস যেন তাঁর জীবনের শান্তি-সুখের ঠিকানায় পরিণত হয়ে গেল।

অযোধ্যার পথে যাত্রা

তিনি বায়আত গ্রহণের সদিচ্ছায় উৎফুল্ল ছিলেন সেজন্য কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অযোধ্যার পথে রওয়ানা হলেন। হাঁসি স্থানে পৌঁছার পর হুয়ুরকে পরের কাফেলা চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। কাফেলা একটু পরে চলে আসলে পুনঃযাত্রা আরম্ভ করলেন। কাফেলার যিনি সর্দার ছিলেন, তিনি যদি কোন ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতেন, তখন যাত্রা স্থির করে বড় আওয়াজ করে বলতেন, হে হযরত পীর! আমাকে সাহায্য করতে এস। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কাফেলা সরদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পীর সাহেব কে, তুমি এমন করে ডাকছ সাহায্য করার জন্য? সেই লোকটি জবাব দিল, আমি যাকে ডাকছি, তিনিই আমার মুনিব খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)।

লোকটির এ কথা শুনে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) অন্তরের আস্থা আরো একধাপ বর্ধিত হল। অযোধ্যা যেতে পথে পড়ে রাস্তার তেমাথা। সেখান থেকে বেরিয়েছে দুটি রাস্তা। এক রাস্তা মুলতানের দিকে গেছে এবং অন্যটি অযোধ্যার দিকে। সেই তেমাথা রাস্তায় পৌঁছে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তিনদিন অবস্থান করেন। কখনো মুলতানের দিকে মন ছুটে যায় আবার কখনো অযোধ্যার দিকে। সৌভাগ্যবশত তৃতীয় রজনীতে হযরত মাহবুবে ইলাহী স্বপ্নযোগে সরকারে দু'আলম (সা.)-কে দেখতে পান। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (সা.) বলছেন, হে নিয়াম উদ্দীন! তুমি অযোধ্যার পথে চল। সাথে সাথেই হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কোন পথসঙ্গী ব্যতীত ফরীদ-ফরীদ যিকর করতে করতে অযোধ্যার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দরবারে

তিনি অনেক পথ-প্রান্তর পেরিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে। রোজ বুধবার ১১ই রজব ৬৬৫ হিজরী সনে তিনি অযোধ্যা পৌঁছে যান। যোহর নামায শেষ করে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছার পর কদমবুচি সেরে নিলে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর এ কবিতাটি পাঠ করলেন,

اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ ☆ سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ

তোমার বিরহের অনলে হৃদয় খানা কাবাব বানিয়েছ

তোমার প্রেমের উর্মীমালায় মম-প্রাণটা বিকল করেছে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মধ্যে এমন ভয়ের আধিক্য ছিল যে, পূর্ণভাবে কথাগুলো বলে শেষ না করতেই হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) এক হাত ডিঙিয়ে অন্তরের কথাটি এভাবে খুলে বললেন যে, আপনার কদমবুচি

করার জন্য আমি অনেক আগে থেকেই পাগল হয়ে গেছি। হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.) এ অবস্থা লক্ষ্য করে মুবারক জবানে বলে ফেললেন, *لِكُلِّ دَاخِلٍ دَهْشَةٌ*।

ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ এবং তারিখে ফেরেস্তায় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর নিজ বাণী এভাবেই ছবছ (ফারসি ভাষায়) তুলে ধরা হয়েছে যে, আমি যখন জনাব শায়খুল মাশায়িখ, শায়খুল আলমের দরবারে উপস্থিত হই এবং ছ্যুর কেবলা (রহ.) আমার অন্তরে গোপন অভিযান পরিচালনা করছিলেন তখন ছ্যুর কেবলা স্বপ্রণোদিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘শাবাস, খোশ আমদেদ। ইনশাআহ দীন-দুনিয়ার নেয়ামত লাভে সুশোভিত হবে।’

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বায়আত ও খিলাফত লাভ

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.)-এর ওই দিনই হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে সেই টুপিটা পরিয়ে দিলেন যা তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন। টুপি ছাড়া অন্যান্য তাবারকসমূহ যেমন- জুব্বা, জুতা, তাসবীহ, জায়নামায, লাঠি ইত্যাকার সব নিয়ম মাসফিক হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে সোপর্দ করলেন। অতঃপর হযরত খাজা গঞ্জেসকর (রহ.) মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন, হে নিয়াম উদ্দীন! আমি ইচ্ছা করেছিলাম ভারতবর্ষে অন্য কাউকে ‘বেলায়তী’ পাওয়ার উৎসর্গ করবো। অথচ তুমি যে পথিমধ্যে আসার পথেই ছিলে, সেটা আমি আলৌকিক শক্তি বলে জেনেছি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আরও একটু অপেক্ষা কর, নিয়াম উদ্দীন বদায়ূনী ওই আসছে। তিনিই বেলায়তের মতো মর্যাদাবান পদের হকদার তাই তাঁকেই তা অর্পণ করতে হবে।

সে সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বছর। নিজ পীর-মুরশিদের নির্দেশ পেয়ে তিনি আযোধ্যায় থাকতে শুরু করলেন। তিনি একদিন নিজ পীর-মুরশিদের কাছে আরজ করলেন, আমাকে কি হুকুম করবেন? আপনি আমাকে নিজে জ্ঞান অর্জন করা এবং অন্যকে তা পড়ানোর নির্দেশ দেবেন? না-কি শুধু নফল নামায আদায় করার পথে ছেড়ে দেবেন? হযরত খাজা গঞ্জেসকর (রহ.) বললেন, আমি কাউকে জ্ঞান অর্জন এবং অন্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পথকে নিষেধ করতে পারিনা বরং এটাও করবে, সেটাও চালু রাখবে। দরবেশগণের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বায়আতের শাজরা

মাহবুবে ইলাহীর বায়আতী শাজরা নিম্নরূপ: নিয়াম উদ্দীন তিনি

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ থেকে, তিনি হযরত কুতব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী থেকে, তিনি হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী সনজরী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা ওসমান হারওয়ানী^১ চিশতী (রহ.) থেকে তিনি হযরত হাজী শরীফ জিন্দানী চিশতী (রহ.) থেকে তিনি হযরত খাজা নাসির উদ্দীন আবু ইউসুফ মুহাম্মদ চিশতী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা মমশাদ আলা দি-নুরী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত শায়খ আমিন উদ্দীন বহসীরাতুল বসরী (রহ.) থেকে তিনি হযরত শায়খ সদীউদ্দীন হুজাইফাতুল উমর আশী (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবু ফজল ইবনে আয়াজ (রহ.) থেকে, তিনি হযরত খাজা আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যাইদ (রহ.) থেকে তিনি হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে, তিনি ইমামুল আউলিয়া সাইয়েদুনা হযরত আলী মুরতাদা (রাযি.) থেকে ।

পীর-মুরশিদের খিদমতে

তিনি নিজ পীর-মুরশিদের খিদমতে সাত মাস কয়েকদিন থাকার পর বাতেনী ফয়েজ এবং রুহানী জগতে উন্নতি সাধন করেন । তিনি দিল্লি চলে যাওয়ার পূর্বে হযরত খাজা গঞ্জেসকর (রহ.) খাস জুব্বা যা তিনি হযরত খাজায়ে খাজেগানে চিশতী (রহ.) থেকে পেয়েছিলেন, সেটা পরিধান করিয়ে দিলেন । একই দিন রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় তারিখ ৬৫৬ হিজরী সালে তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করলেন । খিলাফতী সনদ প্রদান শেষে হযরত পীর সাহেব (রহ.) এভাবে দুআ করলেন,

أَسْعَدَكَ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ وَزَوَّدَكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا

‘দু’জাহানে আল্লাহ পাক তোমাকে পূণ্যবান করুক । তোমাকে মানুষের উপকারে আসে এমন ইলম এবং আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এমন আমল করার তাওফীক দিন ।’

এ দুআ করা শেষ হলে আরো বললেন, সাধনার পথে অনেক শ্রম প্রদান করবে । অতঃপর তিনি দিল্লি চলে যাওয়ার প্রাক্কালে পীর সাহেব বলে দিলেন, মাওলানা নিয়াম উদ্দীনকে আমি মহান আল্লাহর নির্দেশে ভারতবর্ষের ‘বেলায়ত’ দান করলাম । সেই রাজ্যকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দিলাম এবং আজ আমি আমার নিজ সাজ্জাদানশীন বানিয়ে দিলাম ।

খিলাফতী সনদ প্রদানের সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (রহ.) বাৎলিয়ে দিলেন, এ খিলাফতী

^১ হারওয়ানীই বিশুদ্ধ, হারুনী ভুলপ্রচলিত ।

১৫ চিশতিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ তিন বুয়ুর্গানে দীন

সনদখানা হাঁনছির হযরত মাওলানা জামাল উদ্দীন (রহ.) এবং দিল্লিতে কাজী মুস্তাখাব (রহ.)-কে অবশ্যই দেখাবে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ পীর-মুরশিদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর হাঁনছি নগরীতে হযরত মাওলানা জামাল উদ্দীন (রহ.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর খিলাফতনামা দেখালেন। হযরত মাওলানা অনেক সম্ভ্রুতি প্রকাশ করলেন এবং সেই খিলাফতনামার উপরে নিজ হাতে নিচের কবিতাটি লিখে দিলেন:

☆ که گوهر سپردند بگوهر شناس

হাজার দরুদ আর শুরুর কুরবান

রতন যে করিবে যতন, তাঁকে সঁপেছে অমূল্য ধন।

দিল্লি প্রত্যাবর্তন এবং সাধনায় আত্মনিয়োগ

অযোধ্যা থেকে দিল্লি প্রত্যাবর্তন শেষে সাজ্জাদানশীন ও গদীনশীন হিসাবে চিশতিয়া তরীকার মসনদে সমাসীন হলেন এবং আম জনতাকে তাবলীগে তরীকতের পথে হেদায়ত করতে লেগে গেলেন। তিনি ২৩ বছর ব্যাপী স্বীয় পীর সাহেব (রহ.) জীবিত থাকাকালীন সময়ে অযোধ্যায় হাজিরা দিয়েছেন। তাঁর পীর-মুরশিদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) প্রায় সাত বার হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জশকর (রহ.)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে যান।

দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি নিজ পীর-মুরশিদের নির্দেশ মাফিক রিয়াজত মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি দুনিয়ার সকল চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহান আল্লাহ জগ্গা শানছুর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। জীবনের প্রতি দিনই তিনি রোজাব্রত পালন করতেন বলে জানা যায়।

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর অবস্থান পরিবর্তন

তিনি সবসময় মানুষ সমাজে বসবাস করাকে ইবাদত বন্দেগীর প্রকৃত অন্তরায় মনে করতেন। তিনি সর্বদা নির্জন-নিরিবিলি স্থানের সন্ধানে থাকতেন স্থিরচিত্তে মহান প্রভুর বন্দেগী করার জন্য। একদিন তিনি একটি বাগানে গিয়ে নির্জনে আশ্রয় নিলেন এবং দুআ করতে লাগলেন: হে আল্লাহ! আমি তোমার পছন্দ হয় এমন স্থান ব্যতীত কোথাও থাকতে চাই না। যেখানে অবস্থান করা আমার জন্য মঙ্গলময়, সেটাই আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও।

তিনি দুআ শেষ করে এখনো আসন ত্যাগ করেননি, এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এসে গেল, তোমার জন্য অনুপম স্থান হচ্ছে,

গিয়াসপুর। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে গিয়াসপুর থাকতে লাগলেন। গিয়াসপুর একটি ছোট গ্রাম হলেও সেখানে কিছুদিনের মধ্যে আমির-ওমরা ও শহরের নেতৃস্থানীয়দের আনাগোনা এত বেড়ে গেল যে, তিনি গিয়াসপুরকে বাদ দিয়ে শহরে থাকার ইচ্ছা করলেন। কেননা সেখানে এত মানুষ জনের আনাগোনা না থাকতে পারে।

হঠাৎ তাঁর সাথে এক সুন্দর যুবকের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। যুবকটি হুয়ুরের কাছে গিয়ে নিচের কবিতাটি পাঠ করতে আরম্ভ করল।

سے آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی ☆ کہ انگشت نمائی عالمی خواہی شد

سے امروز کہ زلفت دل خلقے بر بود ☆ در گوشہ نشینت نمی دارد سود

কবে যে, চন্দের রূপান্তর হলো নিজেই অবগত নয়

একটু খানি অঙ্গুলী সংকেতে ধরাবাসী উপকৃত হয়।

আজকে তুমি মানুষের অন্তর করে নিলে জয়

তাঁদের ত্যাগে নির্জনা বাস, সে কি করে হয়।

সারকথা হল, (যুবকটি বলেছে) এটা কেমন শক্তি এবং সাহসিকতা, মানুষকে পরিত্যাগ করে কোণ থেকে কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? একথা শুনে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ মতামতকে পাল্টিয়ে ফেললেন এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি গিয়াসপুরে যথারীতি অবস্থান করবেন। তিনি বাকী বয়সটুকু এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। সুলতান জিয়াউদ্দীন উকিল ইমাদুল মূলক নিজে সেখানে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন।^১

জীবনের শেষান্ত এবং তাবারকক বিতরণ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জীবনের শেষ দিকে এসে খানা-পিনা একদম ছেড়ে দিয়েছিলেন বললেই চলে। এমনকি এ ধরাধম থেকে শেষ বিদায়ের চল্লিশ দিন আগে থেকে দুনিয়ার কোন খাওয়া-দাওয়াই গ্রহণ করেননি। একদিন না চাইলেও কিছু বোল হুয়ুরের সামনে পেশ করা হলেও তা তিনি মুখে নেবেন না বলে জানিয়ে দেন এবং বলেন, যার সাথে সাইয়িদুল কাওনাইন (সা.)-এর সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক, তার আবার দুনিয়ার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কেন?

তিনি একই নামায বার বার আদায় করতেন, আর জিজ্ঞাসা করতেন আমি কি নামায পড়েছি অথবা পড়িনি? তিনি সারাক্ষণ সেজদায় গিয়ে কাঁদতে থাকতেন এবং এ চরণটা বারংবার পড়তেন, আমি জানি, আমি জানি, আমি

^১ (ক) আল-কিরমানী, *সিয়ারুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া*; (খ) *রওয়াতুল আকতাব*

জানি, আমি জানি। তিনি ঘরে সম্মল বলতে কিছুই রেখে যাননি। পরিবারের সবাইকে নির্দেশ দিলেন, ঘরে কিছুই রেখ না, যা আছে সবটাই ফকিরদেরকে দিয়ে দাও।^১

দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় যখন প্রায় নিকটবর্তী, তখন তিনি একটি খাস জায়নামায, আমামা (পাগড়ি) এবং জুব্বা হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দীন গরীব (রহ.)-কে দিয়ে দিলেন। বললেন, দক্ষিণ দিকে চলে যাও। অপর এক পাগড়ি ও জুব্বা, পেশ মুসল্লা হযরত শায়খ ইয়াকুব (রহ.)-কে প্রদানপূর্বক বললেন গুজরাটের দিকে চলে যাও। অপর পাগড়ি, জুব্বা এবং জায়নামায হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহয়া সাহেব (রহ.)-কে শেষ বারের মত দান করে দিলেন।

হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) ওই দিবসে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও তাঁকে হুযুর (রহ.) কিছুই দিলেন না। এতে সবাই আশ্চর্যবোধ করলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বুধবার যুহর নামায শেষান্তে হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে লাঠি, পেশ মুসল্লা, তসবীহ, জুতা ও জুব্বা মুবারক দিয়ে দিলেন। হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জেসকর (রহ.) প্রদত্ত যে তাবরুকগুলো অবশিষ্ট ছিল সবই সর্বান্তকরণে সোপর্দ করে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাকে দিল্লিতে অবস্থান করে সকল লোকজনের বাল্য-মুসিবত সহ্য করতে হবে।

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর ওফাত

তিনি চার মাস অল্প কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ১৮ রবিউস সানী ৭২৫ হিজরী বুধবার সূর্যোদয়ের পর মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে সকল ভক্তকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন শায়খুল ইসলাম হযরত রুকনুদ্দীন মুলতানী (রহ.)। যখন তাঁর জানাযা মুবারক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন প্রসিদ্ধ কাওয়াল শেখ সাদী (রহ.)-এর গযল গাওয়া আরম্ভ করেছিলেন। যার প্রথম পঙক্তি নিম্নরূপ:

سرو سیمار البھرامی روئی ☆ لیک بد عہدی کہ بے مای روئی

سے اے تماشہ گاہ عالم روئے تو ☆ تو کجا بہر تماشہ می روئی

উন্মত্ত ভবঘুরেদের নিয়ে যাচ্ছে মরুদ্যানে

আমাদের ত্যাজি ঘর বুনবে স্বীয় ভুবনে?

কাওয়াল যখন নিচের পঙক্তিতেও পৌছেন:

^১ ফেরেস্তু, তারীখে ফেরেস্তু

তুমি তো মর্ত্যে এক তামাশা ভুবন

অপর তামাশা তোমার কিবা প্রয়োজন?

হযরত মাহবুবে ইলাহীর শবদেহে রীতিমত প্রাণ এসে গেল এবং স্বয়ং জানাযা মুবারকেও উন্মত্ততার লক্ষণ অবস্থা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছিল, যা দেখে হযরত মাওলানা রুকনুদ্দীন মুলতানী (রহ.) সেই সেমা পাঠকারীর সেমাকে বন্ধ করে দিলেন। সুবহানল্লাহ!

এটাও প্রকাশ আছে যে, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শায়িত খাট থেকে স্বয়ং হস্ত মুবারক প্রসারিত করে বলতে লাগলেন, আমি তো যাচ্ছি না। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রধান খলীফা এবং গদীনশীন হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) তখন আরজ করলেন,

شیخا بآش دست در کش قدم سید در میان است۔

একথা শুনে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ প্রসারিত হস্ত মুবারক যথাস্থানে ফিরিয়ে নিলেন।

তঁার মাযার গিয়াসপুর (দিল্লির নিকটে যার নাম বর্তমানে নিয়াম উদ্দীন হিসেবে প্রসিদ্ধ) শোভা বর্ধন করছে। তঁার বার্ষিক ইসাল মুবারক সেখানে ফি-বছর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হয়।

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর খলীফাগণ

হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহবুবে চেরাগে দেহলভী (রহ.) তঁার প্রধান খলীফা এবং গদীনশীন। ছয়ুরের নির্বাচিত খলীফাগণ হচ্ছেন: হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.), হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া (রহ.), হযরত শায়খ কুতব উদ্দীন মুনাওয়ার (রহ.), হযরত মাওলানা হেসাম উদ্দীন মুলতানী (রহ.), হযরত খাজা আবু বকর মন্দাহ (রহ.), হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দীন ইমাম (রহ.), হযরত মীর হাসান ইবনে আলা এ সনজরী (রহ.), হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দীন গরীব (রহ.), হযরত মাওলানা ওয়াজীহ উদ্দীন খুলাকড়ি উরফে সন্দেরী (রহ.), হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন নেইলী (রহ.), হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন মরুজী (রহ.), হযরত মাওলানা ফসীহ উদ্দীন (রহ.), হযরত খাজা মুয়াইয়েদ উদ্দীন (রহ.), হযরত মাওলানা করীম উদ্দীন সমরকন্দী (রহ.), মাওলানা জিয়াউদ্দীন বরনী (রহ.), হযরত মাওলানা কাজী মহীউদ্দীন কা'শানী (রহ.) প্রমুখ।

চরিত্র ও পীর-মুরশিদের ভালোবাসা

তিনি জীবনে কোন বিয়ে করেননি। পুরো জীবনটাই মহান আল্লাহ পাকের ধ্যান ও সাধনায় অতিবাহিত করেছেন। স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.)-এর সাথে তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। তাঁর সততা-নিষ্ঠা, আনুগত্য, নিষ্কলুষ ভক্তির জন্য তিনিই একমাত্র উদাহরণ এবং একারণেই তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (রহ.) থেকে অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে নিজ পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ইখলাস এবং অকৃত্রিম বিশ্বাস দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। এজন্য তাঁর পীর-মুরশিদ সব সময় বলতেন,... কিন্তু মাওলানা নিয়াম উদ্দীন যেদিন থেকে আমার দরবারে এসে বায়আত গ্রহণ করেছে আমি কখনো তাঁর মধ্যে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠায় মধ্যে কমতি দেখিনি।

একবার তাঁর পীর-মুরশিদ লোকদেরকে বলছেন, মুরীদ এবং সন্তানদের এমন অকৃত্রিম সততার অধিকারী হওয়া দরকার যেমন নিয়াম উদ্দীন। একদিন হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.) তাঁর পীর-মুরশিদকে পত্র যোগে চারটি শুবক কবিতা লিখে পাঠান। এটা পাঠ করেই হযরত পীর সাহেব (রহ.)-এর প্রতি তাঁর নিষ্কলুষ ভালোবাসা এবং আস্থার পরিধি অনুধাবণ করা যায়।

কিছুদিন পর তিনি হযরত পীর-মুরশিদের দরবারে উপস্থিত হলে, ওই চার পঙক্তি পুনঃপাঠ করার নির্দেশ করলেন। হযরত মাহবুব ইলাহী (রহ.) ওই চার পঙক্তি পীর সাহেবের সামনে পাঠ করলে, হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদের (রহ.) মাঝে এমন প্রেমের জোয়ার বয়ে গেল যে, তিনি প্রেমের আলিঙ্গনে এমন আন্দোলিত হয়ে গেলেন। সেই চার পঙক্তি ছিল নিম্নরূপ:

ع زان روئے که بنده توداندمرا ☆ بر مر دمک دیده نشاندمرا

ع لطف و کرم ت ز غایت فرموده است ☆ ورنه من کیم و خلق چه داندمرا

তুমি যেভাবেই মোরে গ্রহণ কর হে মাবুদ

তাতেই তোমার বীরত্বমণ্ডিত দয়াদ্রতা আছে।

তোমার অপার কৃপা দান করেছে মোরে

এ অধমকে আমজনতা শক্তিমান স্মরে।

শানে মাহবুবী (রহ.)

অলীয়ে কামেলগণ যখন কুতবীয়ত এবং নিঃসঙ্গতার স্তর পার হয়ে প্রেমিকের দরজায় পৌছতে পারে তখন তাঁর মাঝে মহান আল্লাহর লুকায়িত রহস্যাবলি প্রকাশ পেতে থাকে। তখন তাঁর ইচ্ছাই মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়।^১

^১ আল-কিরমানী, সিয়াক্বল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ শুয়ুখিল চিশতিয়া

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) সেই পরম আরাধ্য গাওসিয়ত এবং নির্জনতার স্তরকে ডিঙ্গিয়ে সুদূর একনিষ্ঠ মাহবুবের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।^১

হাদিয়াপ্রাপ্তি

এক দিনের ঘটনা। হুযুরের ঘরে আটা রান্না হচ্ছিল এমন সময় বহু তালিযুক্ত একটা ফকীর এসে বললেন, যা কিছু রান্না করা আছে, সামনে আনুন। মাহবুবে ইলাহী (রহ.) হাড়িতে যে গরম যব রান্না হচ্ছিল তা পাতিল সহ তাঁকে এনে দিলেন। ফকীরটি কারো জন্য অপেক্ষা না করে একাই খেতে লাগলেন। খাওয়া শেষ হলে পাতিলটি মাটিতে সজোরে, ছুড়ে মারলেন। অতঃপর হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মাওলানা নিযাম উদ্দীন! তোমাকে হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.) সমৃদয় বাতেনী জ্ঞান দিয়ে ধন্য করেছেন। আমি তোমার দরিদ্রতার চিহ্ন পাতিলটি ভেঙে দিয়ে যাচ্ছি। সে দিন থেকে চতুর্দিক থেকে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর আস্তানায় এমনভাবে হাদিয়া আসতে শুরু করল যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই ফকীর এসে যেন দরিদ্রতাকে ঝেঁপিয়ে তাড়িয়ে দিলেন এবং হাদিয়া-তোহফার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন।

লঙ্গরখানার যাত্রা ও দুনিয়ার প্রতিহিংসা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পীর-মুরশিদ খাজা গঞ্জেসকর (রহ.) তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ চাহেন তো, প্রতিদিন সত্তর মন লবণ শুধু তোমার রান্না-বান্নায় খরচ হোক।^২

পরবর্তীতে তাঁর পীর-মুরশিদের সেই দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন। সত্যি, তাঁর বাবুর্চিখানার জন্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন সত্তর মন লবণ ব্যয় হত এবং সত্তর উট পিয়াঁজ, রসুনের চামড়া মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর রান্নাঘর থেকে বের করত এমন দিনও যেত। তিনি দুনিয়া প্রীতি এবং দুনিয়া খোরদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতেন। অথচ তৎকালীন বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

তাঁর উদার হস্তে দান-খয়রাত

তিনি এমনভাবে দান করতেন, যা কিছু চতুর্দিক থেকে আসতো সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বেই সব দান-খয়রাত করে ফেলতেন।

একবার গিয়াসপুরের পল্লীতে আগুন লেগে বহু ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। তিনি এতে অন্তরে খুব কষ্ট অনুভব করছিলেন।

^১ বাহরুল মায়ানী

^২ তায়কিরাতুল আতকিয়া

অবশেষে খাজা ইকবালকে নির্দেশ দিলেন, যাদের ঘর বাড়ি জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দু'ডেক্সি রান্না করা খাবার, পানি ভর্তি দুটি কলসি এবং দুটি করে টাকা পাঠিয়ে দাও। খাজা ইকবাল নির্দেশ পালন করলেন। হযরত মাহবুবের ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে অনেক মানুষ প্রতিপালিত হত। অনেক ছাত্র ও কুরআনে হাফিজগণকে ভাতা প্রদান করা হত। হযুরের এ দান-দক্ষিণা লক্ষ্য করে খোদ রাজা-বাদশাহগণ আশ্চর্য বোধ করতেন।

তাঁর সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও বুয়ুর্গি

হযরত মাহবুবের ইলাহী (রহ.)-কে একবার আল্লাহর প্রিয় হাবীব সরওয়ারে কায়েনাত (সা.) স্বপ্ন যোগে বলছেন, তুমি বিশ্ব সেরা ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে হবে।

একবার হযরত মাওলানা ওয়াজীহ উদ্দীন পায়েলীর (রহ.) কিছু সমস্যা হযরত খিযির (আ.) কর্তৃক সমাধানে পৌঁছেছিল। পরে তিনি হযরত খিযির (আ.) থেকে জানতে চাইলেন, আমি যদি আগামীতে এরকম কোন সমস্যায় অবতীর্ণ হই তবে, আপনাকে কোথায় গেলে সাক্ষাৎ পাব? হযরত খিযির (আ.) জানালেন, হযরত মাহবুবের ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন (রহ.)-এর পাশ্চশালায় আমার দেখা পাবে।

একবার খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী সনজরীর (রহ.) সাথে এক গায়বী দরবেশের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। সেখান থেকে একজন হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর কাছে আরজ করলেন, হে খাজা! তুমি তো দুনিয়ার জমিনে এক হুন্সুল লাগিয়ে দিলে। খাজা গরীবে নওয়ায (রহ.) একথা শুনে অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কি 'আমি'? সেই আবদালটি বললেন, না।

আবার প্রশ্ন করা হল, তবে কি 'কুতব উদ্দীন'? আবদাল আবারো জানালেন, না।

হযরত খাজা গরীবে নওয়ায আবারও প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি, 'ফরীদ উদ্দীন মাসউদ'? আবদাল সাফ জানিয়ে দিলেন, না।

হযরত খাজা সাহেব (রহ.) পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি, 'নিয়াম উদ্দীনের কথাই বলছেন? আবদাল হুন্স চিঙে জবাব দিলেন, জী-হ্যাঁ, তিনিই।

তখন হযরত খাজা সাহেব (রহ.) বললেন, তিনি তো আমার কাছে চতুর্থ ক্রমিকে স্থান পেয়েছেন।

আবদাল শেষ পর্যন্ত খুলে বললেন, আপনার বংশধরগণের মধ্যেও যদি কারো উল্লেখ আসে তাহলে সবই তো আপনার সূত্র ধরে অগ্রসর হবে।

তাঁর ইবাদত-বন্দেগী

তিনি রাতে নিজ হুজরায় একাই অবস্থান করতেন। হুজরায় প্রবেশ করার কারো অনুমতি নিষিদ্ধ ছিল। হুজরার দরজায় কপাট আটকানো থাকত। সকালে তিনি যখন হুজরা ত্যাগ করতেন চেহরায় অর্পূব নূরানী ঝলক দেখা যেত। সারা রাত্রি বিনদ্র কাটানোর কারণে দু'নয়ন টুকটুকে লাল হয়ে যেত। হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)-এর কবিতায় তাঁর প্রমাণ মিলে:

توشبانه می نمائی بیرے که بودی ایشب ☆ که هنوز چشم مست اثر ندارد

তুমি তো নবীণ, বয়োবৃদ্ধ হলে কি এ নিশীতে
আজো দৃশ্যমান নেশার মত্ততা তোমা ধমনীতে।

তাঁর শিক্ষানুরাগিতা

তিনি স্বীয় পীর-মুরশিদের মজলিসের শানদার অবস্থানগুলো সযত্নে লিপিবদ্ধ করতেন। যার সমষ্টি তিনি রাহাতুল কুলুব নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এতে তিনি নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর যাবতীয় কথাসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সে গ্রন্থখানায় কিছু সংখ্যক কবিতা ছিল নিম্নরূপ:

صبا بسوئے مدینه روکن ازین دعا سلام برخوان

بگردشاه مدینه گردو صد تضرع پیام برخوان

باب رحمت گے گذار کن بہ باب جبریل گے حبیبین سا

سلام ربی علی نبی گے بہ باب سلام برخوان

بشوز من صورت مثالی نماز بگذار اندر آن جا

بہ لحن خوش صورتہ محمد تمام اندر قیام برخوان

بہ بند بچندیں ادرب طرازی سر ارادت بنجاک آن کو

صلوہ وافر بہ روح پاک جناب خیر الانام برخوان

صلوہ وافر بہ روح پاک جناب خیر الانام برخوان

بہ لحن داود ہم نوا শু بہ ناله دُرد آشنا شو

بہ بزم پیغمبر ایں غزل راز عبد عاجز نظام برخوان

প্রত্যুষে মুক্ত হাওয়া! মদীনা নিয়ে যাও মম সালামখানা
গর্বিত মদীনার গলিতে পৌঁছে দাও মোর পয়গামখানা ।
যাও ‘বাবে রহমতে’ কভু যেও ‘বাবে জিবরাইল’
নবীর সালামখানা দিয়ে এসো ‘সালাম’ মনজিলে ।
এ পূত ভূমে স্থির চিত্তে সালাত আদায় করো
মধুর সুরে সূরায়ে মুহাম্মদ সমেত কিরআত পড়ো ।
পূণ্য ভূমিতে শায়ীত সত্ত্বাকে শশ্রু সন্মান জানাও
সুমহান আত্মার প্রতি যথাসাধ্য দরুদ পাঠাও ।
দাউদের মতো সুললিত কণ্ঠে, অসহায়ের কাকুতি বিজড়িতে
এ অধমের নিবেদিত গয়লটুকু পৌঁছে দিও, নবী জলসাতে ।

তাঁর শিক্ষা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে, মহান প্রভুর গোপন ইশারার ওপর ভিত্তি করে । এটা এমন অদৃশ্য মনিকাঞ্চন যা অমূল্য । নিম্নে তাঁর কিছু সংখ্যক মজলিসের অবস্থা তুলে ধরা হল:

দুনিয়া বিমুখতা: ফওয়ায়িদুল ফওয়ায়িদ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং দুনিয়ার লোভ-লালসামুখী না হওয়া চাই, অতি লোভ ও যৌবন তাড়িত হওয়া পরিহার করতে হবে ।

অন্য একটি মজলিসে তিনি আরো বলেছেন, কেউ যদি দিবসে রোজাব্রত পালন করে, সারা রাত জাগ্রত থাকে এবং হজ্জও করে তবুও তাঁর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাঁর অন্তরে দুনিয়ার মোহ থাকতে পারবে না ।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত: হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বলেন, যে আয়াতে করীমা পাঠ করলে পাঠকের বেশি আনন্দ লাগে সেই আয়াতটুকু বার বার পাঠ করবে । তিলাওয়াত এবং শ্রবণ করার মধ্যে যে উপকারিতা অর্জন করা যায় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । প্রফুল্লতার উপস্থিতি এবং গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া । সেটা ত্রিভুবন অর্থাৎ তিন জগৎ । ফেরেস্তাকুল থেকে এবং মহান আল্লাহর দুর্জয় শক্তি মালাক, মালাকুত ও জাবরুত থেকে । সেটা আবার তিন স্তর থেকে । একটি হচ্ছে, সকল রহ থেকে, সকল কলব থেকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই নির্গত হয় । ফেরেস্তাগণের নূর থেকে সকল রহের ওপর । খোদায়ী শক্তি থেকে কলবগুলোতে এবং সৃষ্টির সকল রহস্য থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ।

দান-খয়রাত: সদকা সম্পর্কে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেছেন, সদকায় যদি পাঁচটি শর্ত উপস্থিত থাকে তাহলে, তা দ্বারা নিশ্চিত উপকারের

আশা করা যায়। দুটি হচ্ছে, দান করার পূর্বে, দুটি দান করার সময় এবং শেষটি দান করার পর। সদকা করার পূর্বের দুটি শর্ত হচ্ছে, যা কিছু অন্যকে দেবে তা হালাল উপার্জন হতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, যাকে প্রদান করা হবে সে যেন একজন মুমিন নেককার বান্দা হয়। সেই সদকা সে হালাল পথে নিশ্চয় ব্যয় করবে। সদকা দেওয়ার প্রাক্কালে দুটি শর্ত হচ্ছে, যা দেবে তা হাসি-খুসি মন খুলে দিয়ে দেবে এবং প্রকাশ্যে এসব কাউকে না দিয়ে গোপনে বিলি করবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, যাকে দিয়ে দেবে কখনো তাঁর নামও কারো কাছে উচ্চারণ করতে পারবে না বরঞ্চ কাকে দেয়া হল তা একদম ভুলে যাবে।

ধৈর্য ও সন্তুষ্টি: ধৈর্য এবং সন্তুষ্টি সম্পর্কে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, ধৈর্য তাকেই বলা হয়, যখন কথা শুনতে মন চায়না এমন কথা শুনে ফেললেও আপত্তি না করা। সন্তুষ্টি বলা হয়, কোন মুসিবত আসলেও অসন্তুষ্ট হবেনা। মনে করতে হবে কই আমার ওপর কোন মুসিবতই অর্পিত হয়নি।

মহান আল্লাহতে ভরসা করা: মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করার ব্যাপারে তিনি বলেন, তাওয়াঙ্কুলের তিনটি পর্যায় থাকতে পারে। প্রথমত কোন ব্যক্তি কারো কাছে কিছু পাবে এজন্য সে একজন উকিল সাক্ষী রাখবে। সেই উকিল দ্বিতীয় ব্যক্তির বন্ধু হতে হবে এবং জ্ঞানী হতে হবে, নির্দোষ হতে হবে। এমন উকিল হওয়া চাই, যেন দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হবে, আমার আস্থাভাজন হতে হবে। এদিকে সে ভরসাকারীও হবেন আবার প্রশ্নকারীও হবেন। এটা হচ্ছে, ভরসাকারীর ব্যাপারে প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় তাওয়াঙ্কুল হতে হবে, একটি দুধপান করছে মায়ের কোল থেকে এমন ছোট বাচ্চা হতে হবে। তার ওপর ভরসা করা যাবে। তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা কোন রকমের। বাচ্চা এমন কখনো দাবি রাখবেনা যে, আমাকে অমুক অমুক সময়ে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। সে শুধু কান্নাই করবে। কিন্তু সে জানেনা প্রতিবাদ করতে এবং সে মুখ খুলে এটাও বলতে পারছেনা যে, আমাকে দুধ পান করাও। তা একমাত্র সম্বল হচ্ছে, মায়ের ওপরই পূর্ণ তাওয়াঙ্কুল নিয়ে বেঁচে থাকা।

তওয়াঙ্কুলের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, যেমন মূর্দাকে গোসল দানকারীর হাত। মূর্দা সে-তো কোন প্রকার নড়াচড়াও করছে না কিংবা কোন প্রকার প্রশ্নই করছে না। গোসল দানকারী যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই নাড়াচড়া করছে এবং ধোয়ে যাচ্ছে। এটাই ধৈর্য এবং ভরসার একমাত্র চরিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইবাদতের প্রকারভেদ

তিনি বলেন, ইবাদত যা অবশ্যই পালনীয় এবং অপরের ওপর ক্রিয়াশীল। অবশ্যই পালনীয় ইবাদত হচ্ছে, যার উপকারিতা শুধু পালনকারীই

ভোগ করবে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, দরুদ পাঠ, তসবীহ পাঠ ইত্যাদি। অপরের ওপর ক্রিয়াশীল ইবাদত যার দ্বারা অন্যরাও উপকৃত হতে পারে। যেমন— একাত্বতা, ভালোবাসা, অন্যকে দয়া করা ইত্যাদি। এটাকে ‘মুতাআদী’ এজন্যই বলা হয়, তার পুণ্যের কোন সীমা থাকেনা। অবশ্যই কর্তব্য কেন্দ্রিক ইবাদতে খালেস নিয়ত শর্তযুক্ত। না হলে কবুল হওয়ার আশা নেই। ‘মুতাআদী’ বা দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত যে কোন অবস্থায় করা হোক না কেন, সাওয়াব থেকে বিফল যায়না।

দুআর পদ্ধতি

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, দুআ করার প্রাক্কালে কৃত গোনাহের স্মরণ অন্তরে হাজির থাকতে হবে। কোন পাপ না করে থাকলে ইবাদতের উদ্দেশ্যকে সামনে আনা দরকার। তবুও যদি দুআ কবুল না হয় তবে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুআ করার সময় যদি কৃত গোনাহের কথা স্মরণ করা হয় তাহলে গোনাহের মাত্রা কমে আসতে থাকবে। দুআ করার সময় মহান জাল্লা জালালুহুর দয়ার ওপর প্রগাঢ় আস্থাশীল হতে হবে। এটা দৃঢ় আশাবাদী হতে হবে যে, আমার দুআ আজকে অবশ্যই কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি এটাও বলেছেন যে, দুআ করার সময় দু’হাত খুলে প্রসারিত করে রাখা চাই এবং বুক বরাবর আসা দরকার। এভাবে আরও বলেছেন তিনি, দু’হাতের মাঝখানে ফাঁক থাকতে পারবেনা এবং খুব বেশি উপরেও উঠানো যাবেনা। এভাবে ভাব ধারণ করতে হবে যে, এখনই তুমি কিছু পেয়ে যাবে এ মুহূর্তে।

আল্লাহর ধ্যানে থাকা এবং রিয়কের প্রকারভেদ

মহান আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ব্যাপারে তিনি বলেন, সর্বদা মহান স্রষ্টার ধ্যানে নিমজ্জিত থাকাই হচ্ছে, কাজের কাজ। এছাড়া অপরাপর যা কিছু বিদ্যমান সবটাই মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের ধ্যানে রত থাকার পথে পর্বত সমান অন্তরায়। তিনি বলেন, হযরত মাশায়িখের অভিমত হচ্ছে, রিয়ক চার প্রকার: (১) বিষয়ভিত্তিক রিয়ক, (২) বণ্টনকৃত রিয়ক, (৩) কবজাকৃত রিয়ক ও (৪) প্রতিশ্রুত রিয়ক।

বিষয়ভিত্তিক রিয়ক হলো যা মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক খাওয়া-পানাহার ইত্যাদির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলতে গেলে সেসব রিয়কের জামিনদার হচ্ছেন, স্বয়ং **وَلِلّٰهِ يَوْمَئِذٍ خَزَائِنُ أَعْيُنٍ** (ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু)।

বণ্টনকৃত রিয়ক হচ্ছে, যা অদৃষ্টে পূর্ব থেকেই লিখিত হয়ে গেছে এবং লওহে মাহফুজে চিরদিনের জন্য লিখিত হয়ে গেছে।

কবজাকৃত রিয়ক বলা হয়, যা তিলে তিলে জমা করা হয়েছে। যেমন, ঢাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

প্রতিশ্রুত রিয়ক বলা হয়, যে রিয়কের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমীন নেককার বান্দাগণের সাথে করেছেন।

পারস্পরিক আচরণ

পারস্পরিক আচরণের ব্যাপারে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, লোকজন পরস্পরের মধ্যে তিন ধরনের আচরণ করে।

প্রথমত: সেই ব্যক্তি যে কারো উপকারও করেনা, ক্ষতিও করেনা। সে যেন প্রাণহীন জড়বস্তুর ন্যায়।

দ্বিতীয়ত: সসব লোক যারা মানুষের উপকারে আসে এবং অপকার করে না।

তৃতীয়ত: যারা এদের থেকেও উত্তম। অর্থাৎ যারা মানুষের উপকারে এগিয়ে আসে। যদি নাও আসে তবুও অন্যের ক্ষতির কারণে তার প্রতিশোধ নেয় না, সহ্য করে জীবন কাটায়। এটাই হচ্ছে, আল্লাহর বন্ধুগণের কাজ।

সেমা (সামা) সম্পর্কে তাঁর অভিমত

যখন কয়েকটা উপাদান পাওয়া যাবে তখনই সেমা শূন্য যাবে। সেগুলি হচ্ছে, শ্রবণকারীকে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং পুরুষ হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং মহিলাদের তা শুনতে নিষেধ আছে। যেসব সেমা-গয়ল গাইবে সেসব ফাহেশা বিবর্জিত এবং অনর্থক হতে পারবে না। যে সেমা শুনবে তাঁকে মহান আল্লাহর প্রেমিক হতে হবে এবং সে পরিবেশে অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্য থাকতে পারবে না।

সেমার মধ্যে শুধু ব্যবহৃত হতে পারবে, সেমার অনুসঙ্গ: সেতারা জাতীয় বাদ্য, বেহালা ইত্যাদি। তিনি এটাও বলেছেন যে, ‘সেমা’ হচ্ছে একটি সুরের মিশ্রণ। এটা হারাম হতে পারেনা। এর দ্বারা অন্তরে অনুভূতি-নড়াচড়া আরম্ভ হয়। সেটা যদি খোদা প্রেমের অনুভূতি হয় তাহলে ‘সেমা’ মুস্তাহাব। যদি খোদা প্রেম ছাড়া সেমা থেকে অন্য কোন উপকারের আশা করা যায় তাহলে ‘সেমা’ বিলকুল হারাম।

তাঁর স্মরণীয় কিছু বাণী

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর স্মরণীয় বাণীসমূহ নিম্নরূপ:

- সর্বোত্তম জ্ঞান হচ্ছে, দুনিয়াকে দূরে ছুড়ে মারা।
- দরবেশগণের উচিৎ হল, তাঁরা আনন্দে পড়ে উৎফুল্ল হবেনা এবং দুঃখ-কষ্টে পড়ে মর্মান্বিত হবেনা।

- যখন একবার পেট পুরে খেতে পারবে তখন আর কোন খাদ্য এর মধ্যে থাকে না। কিন্তু দু'জন ব্যক্তি তবুও খেতে পারবে যে মেহমান হিসাবে কোথাও যাবে এবং দাওয়াত কারীর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করতে দোষণীয় কিছুই নেই। অপর ব্যক্তি হচ্ছে, যে সর্বদা রোজা রাখে। সেহরী খাওয়ার সময় হয়তো কোন কারণে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। তখন দ্বিতীয় খানা খেয়ে একসাথে সেহরীর নিয়তে ঘুমানো যাবে।

মানুষ যখন বিদ্যার্জন করে তখন তাঁর মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন সেই লোক ইবাদত-বন্দেগি করে তখন তা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এরকম শিষ্য পাওয়া গেলে হযরত পীর সাহেবগণের উচিত হবে, এক সাথে ইলম ও আমল দুটিই স্ব-উদ্যোগে আদায় করার সুযোগ করে দেবে। সেখানে নিজের একচোখা নিয়ম-নীতিকে কখনো প্রাধান্য দেবে না।

তিনটি বিশেষ সময়ে মহান আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে:

প্রথমত: সেমার পূর্ণ হর্ষতার মুহূর্তে।

দ্বিতীয়ত: যে সব খানা শুধু স্বয়ং আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের নিয়তে গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয়ত: সম্মানিত দরবেশগণের পরিপার্শ্বিক অনুকরণীয় চরিত্রাবলি মজলিসে আলোচনা করার সময়। সাধারণ কোন বান্দা যদি কোন পীর-মশাইখের কাছে বায়আত গ্রহণ করার মহৎ উদ্দেশ্যে আগমন করে, তখন তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ব্যপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত নয়।

কারো সাথে কোন কথা-বার্তা, লেন-দেন করার সময় এমন ধৈর্য ধারণ করবে যাতে ক্রোধের চিহ্ন হিসাবে গর্দানের রগগুলো স্ফিত হয়ে না উঠে। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে তুমি যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছ তা যেন তোমার আচরণে বহিঃপ্রকাশ না ঘটে এ ব্যপারে সজাগ থাকবে।

কেউ যদি তোমার ওপর অত্যাচার করে তৎক্ষণাৎ তার বদলা নিও না। এমন কি বদলা নেওয়ার ইচ্ছাও মনের ধারে-কাছে এনো না।

যার মধ্যে ইলম, ধীশক্তি এবং প্রেমিকের লক্ষণ উপলব্ধি করতে পারবে তাঁকেই বায়আত করানো পীর-মাশায়িখের চিন্তা-ভাবনা থাকা আবশ্যিক।

হযরত আউলিয়ায়ে কেরামের আল্লাহ-প্রেম তাঁদের জ্ঞানের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। যার চরিত্র অত্যন্ত কোমল হয় সে অতি অল্প সময়ে বিশৃঙ্খলায় নিপাতিত হয়।

মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দুআ ও অযীফাসমূহ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, বালা-মুছিবত এসে পড়ার আগে দুআ করা উচিত। সেহেরীর সময়েই দুআ সবচেয়ে বেশি কবুল হয়ে থাকে। দুআ প্রার্থনার জন্য এটা মোক্ষম সময়।

হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহ.) তাঁকে বলেছেন, বিনম্র হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় দুআ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, যে কোন তাবীজ বাহুতে বাঁধাই সবচে উত্তম। গলায় তাবিজ টাঙ্গিয়ে ব্যবহার উচিত নয়। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সরকারে দু'আলম (সা.) এ ব্যাপারে নিষেধ করে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন দুআসমূহ নিম্নরূপ:

সকল সমস্যা সমাধানের জন্য: যদি কোন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তবে সেই মাসের পনের তারিখ রজনীতে অজুসমেত কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং উনিশ হাজার বার পড়বে: **وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ** প্রতি একহাজার পাঠ শেষে সেজদায় গিয়ে তিনবার **آمین** শব্দটি পাঠ করতে হবে।

ইসমে আ'যম: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, আরবী ভাষায় ইসমে আ'যম হচ্ছে, **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ**।

সম্বলহীন হয়েও সুখী জীবন লাভের জন্য: প্রতিদিন ৩ বার এ দুআটুকু পাঠ করতে হবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য: হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য নিচের দুআটি পড়া আবশ্যিক:

يَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَى صَلَاتِي.

দীন-দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য: প্রতি নামাযের শেষে সেজদায় গিয়ে নিচের দুআটি কয়েকবার পাঠ করতে হবে:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَفْتِحُكَ بِاَمِّ يَحْيٰى اَبْنِ ذَكْرِيَّا يَا مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার জন্য: দুশমনের সামনাসামনি হয়ে এ দুআটি পাঠ করা আবশ্যিক।

يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ يَا غَفُورُ يَا وَدُّودُ.

অসুস্থতা রোগের ক্ষেত্রে এ দুআ লিখে বাহুতে বাঁধা আবশ্যিক:

اللَّهُ الشَّافِي اللَّهُ الْكَافِي اللَّهُ النَّافِي.

যে কোন আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য:

يَا حَيُّ يَا حَلِيمُ يَا عَزِيزُ يَا كَرِيمُ
بِكُنْ كَارِصَعِبِ رَاسِلِيمُ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ.

রিযক প্রশস্ত হওয়ার জন্য: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, রিযক ফরাগতীর উদ্দেশ্যে প্রতিরাতে সূরায়ে জুম্মা পাঠ করা আবশ্যিক। وَاللَّهُ خَيْرٌ

৩ বার, ১২ বার বা ২১ বার পড়তে হবে। যদি জুমার রাতেই সূরায়ে জুম্মা পাঠ করা ধারাবাহিক হয়ে থাকে তাহলে জুমার রাতেই পড়া উত্তম।

তিনি আরও বলেন, রিযক প্রশস্ত হওয়ার জন্য প্রতিদিন সকাল বেলা কলিমায়ে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ১০০ বার পড়া আবশ্যিক।

দুআয়ে মা'সূরা: হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, যখন বলা-মুসিবত চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে তখন জুমার দিন আসর নামাযের সময় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিচের তিনটি বাক্য পাঠ করতে থাকবে يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ।

তাঁর কাশফ ও কারামত

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) কাশফ ও কারামত সমৃদ্ধ আলীশান বুয়ুর্গ ছিলেন কিন্তু এসব তিনি খেয়ালই করতেন না। তিনি বলতেন, কারামত ও কাশফ এগুলো অগ্রসর হওয়ার পথে সত্যিই প্রতিবন্ধক। ভালোবাসার প্রতি অবিচল থাকলে যে কোন সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে। সর্বদা বিনম্রতার অধিকারী হয়ে চললে সব মকসুদই পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কারামত প্রকাশ ঘটানো বুয়ুর্গীর দলীল হতে পারে না। গোপন রহস্যকে সর্বদা অবদমিত রাখা চাই কিন্তু এজন্য বড়ই সংযমের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, সাধারণ ব্যক্তিগণের জন্য একশত দরজা খোলা রয়েছে এবং কাশফ ও কারামতের জন্য মাত্র সত্তরটি দরজা রয়েছে। যেই সাধারণ ব্যক্তি সেই একশত দরজা নিয়ে তুষ্ট হয়ে বসে থাকবে তাঁর কোন উন্নতি হবে না।

প্রকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনা অর্থাৎ আলৌকিকতার চারটি প্রকারভেদ রয়েছে:

১. মুজিয়া: যা শুধু পয়গাম্বরগণ থেকেই পাওয়া যায়।
২. কারামত: কারামত আউলিয়ায়ে কেরামের কাছেই প্রকাশ পায়।
৩. মওনত: যখন কোন কথা স্বাভাবিকতার বিপরীতে কোন অজ্ঞানী এবং আমলহীন মজযুব, পাগলদের নিকট থেকে প্রকাশ হয়ে যায়।
৪. ইসতিদরাজ: কোন অমুসলিম হতে আলৌকিক কিছু সংঘটিত হওয়া, অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, কারামতের ভেতরে তিনটি বিষয় হাসিল হয়:

প্রথমত: শিক্ষা গ্রহণ ব্যতিত স্বশিক্ষিত। অর্থাৎ শ্রেণীভিত্তিক অধ্যয়ন ছাড়া আলেম হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত: আউলিয়ায়ে কেরাম খোলা চোখে সেসব বস্তু দেখতে পাওয়া যা সাধারণ মানুষেরা স্বপ্নে দেখে থাকে।

তৃতীয়ত: সাধারণ লোকজনের নিজেদের ধারণা নিজেদের যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় আউলিয়ায়ে কেরামগণের ধারণা অন্যের ওপর সেরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কিছু কারামতের নমুনা নিচে অবগতির জন্য পেশ করা হলো, একবার কাজী মহিউদ্দীন কাশানীর বেশ অসুখ হয়েছিল। প্রকাশ্যে ছেলে-সন্তানদেরকেও সনাক্ত করতে পারেননি। ইত্যোবসরে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে দেখতে যান। হযরত কাজী সাহেব (রহ.)-এর প্রাণ পাখিটা এই যায় যায় অবস্থা। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পবিত্র পদধূলীর বদৌলতে তিনি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি সোজা খাড়া হয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে যথাযথ সম্মান জানানেন।

একদিন তিনি সেমার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খাজা ইকবাল থেকে দুআত কাগজ কলম আনালেন, (তিনি) কাগজে কিছু লিখলেন অতঃপর সেই কাগজখানা গামলার পানিতে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। যখনই কাগজ খানা গামলায় ফেলা হলো, সাথে সাথে গামলার পানি মিষ্ট হয়ে গেল।^১

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মুরীদ হযরত মাওলানা বদরুদ্দীন এক সময় স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর আগিনায় একটি উট দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সেই উটের ওপর সওয়ার হওয়া মাত্রই তৎক্ষণিক হাওয়া হয়ে গেলেন। এরপর

^১ জওয়ামিউল কলম

রাতে দেখলেন, সেই উট পুনরায় একই জায়গায় এসে হাজির। দেখলেন সেই উট থেকে হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.) স্বয়ং নেমে এলেন এবং খানকা শরীফে প্রবেশ করলেন।

তঁার অপর এক মুরীদ মনে মনে ইচ্ছা করলেন, হুযুর মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যদি তঁার খেয়ে বেচে যাওয়া কিছু পানি এ অধমকে দান করেন, তাহলে সেটাকে তঁার কারামত মনে করব। মুরীদ ইচ্ছা করার সাথে সাথে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তা অবগত হয়ে গেলেন। সাথে সাথে তঁাকে তঁার অর্ধেক পানকৃত পানি দান করে দিলেন।

দিল্লির এক বাদশাহের একটি আশ্চর্য ঘটনা। সুলতান গিয়াসুদ্দীন নামক বাদশাহটি হুযুর প্রদত্ত কোন তাবারুক না খেলেও মনে মনে গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। একবার তিনি বাংলা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে, বাদশাহ না আসা পর্যন্ত যেন হুযুর দিল্লি আগমন না করেন এবং যেখানে হুযুর স্থায়ীভাবে থাকতেন, সেখান থেকেও যেন অন্যত্র চলে যান। হুযুর বাদশাহের কটু সংবাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং জানিয়ে দিলেন, এখন দিল্লি অনেক দূরে (তাই সেখানে যাব না)।

শেষ পর্যন্ত তাই হল, অর্থাৎ তিনি দিল্লি তশরীফ নিলেন না। তুগলক আবাদের হুকুম গিয়াসুদ্দীনের ওপর বর্তে গেল। তিনি মারা গেলেন। তঁার পক্ষে দিল্লি পৌঁছা আর সম্ভব হল না। এখনো পর্যন্ত আম জনতা প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করেন, *دلیٰ هنوز دور است* (দিল্লি সে তো অনেক দূর)।^১

^১ ফেরেস্তা, তারীখে ফেরেস্তা, পৃ. ৩৯৮

হযরত খাজা নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)

হযরত খাজা নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.) চিশতিয়া খান্দানের এক উজ্জ্বল প্রদীপ। তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার সাজ্জাদানশীন হন। তিনি দীনের সিপাহসালার এবং আশিকগণের ভরসাস্থল।

বংশ-পরিচয়

তঁার দাদা হযরত শায়খ আবদুল লতীফ নাইরুবী খোরাসান শহরের বাসিন্দা ছিলেন। সেখান থেকে হিজরত করে সুদূর লাহোরে পৌঁছে যান। তঁার সুযোগ্য সন্তান হযরত শায়খ ইয়াহয়া সেখান থেকে হিজরত করে উদে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেন।

মাতা-পিতা

তঁার পিতা হযরত শায়খ ইয়াহয়া এবং সম্মানিত মাতা উদে থাকতেন। তঁার পিতা সুফি মনোভাবের ছিলেন। তঁার মাতা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন। তিনি বেশি সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। তঁাকে সেই যুগের ‘রাবেয়া বসরী’ বলা হত। তঁার পিতা অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। তিনি পশমী কাপড় বিক্রেতা ছিলেন। তঁার অনেক গোলাম ছিল বলে জানা যায়।^১

তঁার পিতৃবংশীয় নসবনামাহ নিম্নরূপ: হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহমুদ ইবনে শায়খ ইয়াহয়া ইবনে আবদুল লতিফ ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রশীদ ইবনে সূলায়মান ইবনে শায়খ আহমদ ইবনে শায়খ ইউসুফ ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ শিহাব উদ্দীন ইবনে শায়খ সুলতান ইবনে শায়খ ইসহাক ইবনে শায়খ মাসউদ ইবনে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে হযরত ওয়ায়েজ আজগর ইবনে ওয়ায়েজ আকবর ইবনে ইসহাক ইবনে সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী ইবনে শায়খ সোলায়মান ইবনে শায়খ নাসির

^১ আল-কিরমানী, সিয়াকুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ ওয়ুখিল চিশতিয়া

৩৩ চিশতিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ তিন বুয়ুর্গানে দীন

ইবনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রাযি.) ।

জন্ম, নাম, খেতাব

তিনি উদ নগরটিতে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর নাম নাসির উদ্দীন । তাঁর খেতাব (উপনাম) মাহমুদ । তাঁর জন্ম-তারিখ সঠিক জানা যায় না ।

লকব বা উপাধি

তাঁর লকব হচ্ছে ‘চেরাগে দেহলভী’ । তাঁকে চেরাগে দেহলভী বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে । হযরত মাখদুম জাহানীয়াঁ জাহা গশত যখন মক্কায়ে মুয়াজ্জমা পৌছেন এবং সেখানে হযরত ইমাম ইয়াফেয়ীর (রহ.) সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন, কথায় কথায় দিল্লির বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্বগণের আলোচনা এসে যায় । হযরত ইমাম ইয়াফেয়ী (রহ.) বলেন, দিল্লিতে আগে অনেক বুয়ুর্গ ছিলেন । তাঁরা অনেক এখন ইস্তেকাল ফরমান । তাঁর পর হযরত ইয়াফেয়ী (রহ.) বলেন, বর্তমানে শায়খ নাসির উদ্দীন হচ্ছেন একমাত্র দিল্লির চেরাগ । তিনি এখনো জীবিত আছেন ।

হযরত মাখদুম জাহানীয়াঁ জাহা গশত সাইয়েদ জালাল (রহ.) কিছুদিন পর মক্কায়ে মুয়াজ্জমা অবস্থান করে পুনরায় দিল্লি চলে আসেন । তিনি হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভীর কাছে বায়আত কবুল করেন । অল্পদিনের ব্যবধানে খিলাফত লাভ করতে সক্ষম হন ।

হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন (রহ.)-কে ‘চেরাগে দেহলভী’ বলার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একবার কিছুসংখ্যক দরবেশ একত্রে দিল্লি আগমন করেন এবং হযরত নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার সাথে মিলিত হন । ওই দরবেশগণ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে বসা ছিলেন । এদিকে হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)ও সেই বৈঠকে হাজির হয়ে গেলেন । হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর তাঁকে বসার অনুমতি দিলেন । তিনি জানতে চাইলেন, আমি কি এদেরকে পেছন দিয়ে বসব? তখন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, চেরাগের আবার সামনে-পিছনে হওয়ার তফাৎ কিসের? নিজ পীরের হুকুম লাভ করে তিনি দরবেশগণের আসরে বসে পড়লেন । তাঁর সামনে-পিছনে একই আলো ছড়াচ্ছিল । যেমন- তিনি আগে শুধু সামনে যা আছে সেগুলোই দেখতেন । আর বর্তমানে পিছনে কি বা কে পড়ে আছে তাঁর দেখতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন । ওই দিন থেকেই তিনি ‘চেরাগে দেহলভী’ উপাধিতে ভূষিত হন ।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, একবার যেই বাদশাহ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর সাথে দূশমনি করতেন এবং যিনি হুযুরের সুনাম সহ্য করতে

পারছিলেন না, ঈসালে সাওয়াব মাহফিলের জন্য প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিতেন। একথা হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কানে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দেখত খুদাই করা ভাঙল থেকে পানি পড়ছে কিনা? হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বেরুচ্ছে। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, এটাকে চেরাগের মধ্যে ভরে চেরাগ জ্বালাও। হযরত নাসির উদ্দীন হুযুর যা বললেন সেভাবেই জ্বালালেন। দেখা গেল চেরাগটি তেল ছাড়াই পানি দিয়ে জ্বলতে আরম্ভ করল। তখন থেকেই হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ 'চেরাগে দেহলভী' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেন।

শিক্ষা ও দীক্ষা

তঁার বয়স যখন নবম বছরে পদার্পণ করলেন তখন পিতৃছায়া তঁার মাথার ওপর থেকে চিরতরে বিদায় নিল।

পিতার মৃত্যুর পর হুযুরের লেখা-পড়া, দেখা-শুনার ভার গিয়ে পড়ল আপন মায়ের ওপর। মা জননী ছেলের লেখা-পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে অনেক কষ্ট করেছেন ছেলেকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করার জন্য।

তঁাকে হযরত মাওলানা আবদুল করিম শেরওয়ানীর কাছে সোপর্দ করলেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনি হযরত মাওলানা ইফতিখার উদ্দীন গিলানী (রহ.)-এর কাছে দীনী ইলম শিক্ষা করেন। তিনি অতি স্বল্প সময়ে জাহেরী ইলম অর্জনের দারপ্রাপ্তে পৌঁছে গেলেন। বিশ বছরে পদার্পণ করার সাথে সাথে সর্বাস্তবকরণে সকল বিষয়বস্তু পাঠ শেষ করেন।

দরবেশগণের সাহচর্য লাভ

তিনি এমনিতেই প্রথম দিক থেকে তরীকত সাধনায় সচেষ্টি ছিলেন। এক দরবেশের সংশ্রবে থাকা শুরু করে দিলেন। দরবেশটি শহরে না থেকে গভীর জঙ্গলেই থাকতেন। দুনিয়ার কোন জিনিস তঁার প্রয়োজন অনুভব হত না। তিনি ঘাস, লতাপাতা খেয়ে জীবন কাটিয়ে দিতেন।

দিল্লি আগমন

তিনি ৪৩ বছর বয়সে দিল্লিতে শোভা বর্ধন করলেন। অনেকে আবার বলতে চান, হুযুরের বয়স সে সময়ে কম পক্ষে ৪০ হয়েছিল। দিল্লি পৌঁছে তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়ার দরবারে হাজির হন। তিনি কিছু দিন সেখানে হুযুরের সংশ্রবে থেকে গেলেন।

বায়আত ও খিলাফত লাভ

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তঁাকে বায়আত ও খিলাফত প্রদান

করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খিলাফতী জুব্বাও দান করে দিলেন। তিনি ছিলেন, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর একান্ত নেক নজর ও দয়ার ফসল। তিনি তাঁকে খাস গদীনশীন এবং সাজ্জাদানশীনের মত সম্মানের আসনে বসালেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যেসব তাবাররুফ হযরত খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জেসকর (রহ.) থেকে লাভ করেছিলেন তাঁর সবটাই তাঁকে দান করে দিলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) সতর্ক করে দিলেন, দেখ! এসব নেয়ামত খুব যত্ন-সহকারে সামলিয়ে রাখবে। যেভাবে তরীকায়ে খাজেগানে চিশতিয়ার মাশায়খ তাবারুফ সসম্মানে হিফাজত করেন তুমিও সেভাবে হিফাজত করবে। তাঁর বায়আতী সাজরা মুবারক ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী মুরতাদা (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

একটি ঘটনা

হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)-এর মুরীদ খাজা মুহাম্মদ গাজরুনী (রহ.) একবার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে এলেন। তিনি সে রাতে খানকায় থেকে যান। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য অজু করার উদ্দেশ্যে তিনি লেপ-কাঁথা একদিকে রেখে অজু করার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। অজু সেরে এসে দেখেন যেখানে লেপ রাখা হয়েছিল সেখানে আর নেই। তিনি খানকার খাদেম খাজা মুহাম্মদকে উত্তম-মধ্যম বলা শুরু করে দিলেন।

হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী তখন ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তিনি তাঁদের এসব কথা শুনে উঠে এসে নিজ লেপখানা খাজা মুহাম্মদ গাজরুনীকে দিয়ে কিসসা শেষ করলেন। কেউ যেন এ সংবাদ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে অবহিত করালেন। তিনি তাঁকে উপরের আসনে ডাকলেন এবং নিজ লেপখানা সপে দিলেন। তাঁর জন্য দুআ করলেন এবং তাঁকে দীন-দুনিয়ার সকল নেয়ামত দান করে সৌভাগ্যবান বানিয়ে দিলেন।

পীর-মুরশিদের দরবারে অভিযোগে

সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং অনেকটা হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার কারণে যখনই ইচ্ছা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হয়ে যেতেন। ছ্যুর নিজে না বলে এজন্য হযরত আমীর খসরুর (রহ.) মাধ্যমে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে বললেন, শহরে অবস্থানের কারণে ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতার ব্যঘাত ঘটে থাকে এবং লোকজন প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করতে থাকে। যদি ছ্যুর মহোদয় সদয় অনুমতি প্রদান করেন তাহলে কোথাও গভীর

জঙ্গলে, নির্জনবাস অবলম্বন করব এবং সেখানেই কায়মনো বাক্যে নিজেকে ইবাদত বন্দেগীতে সমর্পণ করব। যখন মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে এ নিবেদনটুকু হযরত আমীর খসরু (রহ.)-কে পেশ করলেন তখন হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) জানিয়ে দিলেন, তুমি গিয়ে তাঁকে বলে দাও, তাঁকে শহরেই থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের সব ঝামেলা সহ্য করতে হবে। তার বিনিময়ে আমি তাঁকে খাস পুরস্কার, পরোপকারের গুণাবলি প্রদান করতে চাই।

সাধনা

হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.) অনেক কঠিন সাধনা ব্রত পালন করতেন। একবার তাঁর দুষ্ট মন তাঁকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। তিনি নফসকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এমনভাবে তিক্ত ফল ভক্ষণ করেছিলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

একবার তিনি দশদিন পর্যন্ত কোন খাদ্য-দ্রব্য মুখে দেননি। কেউ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ (রহ.)-কে তাঁর সামনে ডাকলেন। যখন তিনি হুযুরের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন হযরত খাজা ইকবাল (রহ.)-কে হুকুম দিলেন, কিছু রুটি নিয়ে এস। হযরত খাজা ইকবাল রুটির সাথে বেশি করে হালুয়াও নিয়ে এলেন। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, সবগুলো খেয়ে নাও। তিনি চিন্তিত যে, এগুলো এক বৈঠকে কিভাবে খাওয়া যাবে কিন্তু পীর সাহেবের হুকুম অবমাননা করার সাহস কোথায়? অবশেষে হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী সব খাদ্যই ক্রমে খেয়ে নিলেন।

অসীয়তনামা

তিনি হযরত শায়খ জয়েন উদ্দীন (রহ.) এবং হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (রহ.)-কে অসীয়ত করলেন এ বলে যে, তাঁর মৃত্যুর পর হযরত পীর সাহেব প্রদত্ত জুব্বা যেন তাঁর কবরে দিয়ে দেয়া হয় সীনার ওপর, মুসল্লা যেন বালিশ বানিয়ে দেওয়া হয়। তসবীহ যেন আগুলে পেঁচিয়ে দেওয়া হয় এবং লাঠি, জুতা যা যা আছে সব কিছুই যেন কবরে সাথে দেয়া হয়।

ওফাত

স্বীয় পীর-মুরশিদ বিদায় নেওয়ার ৩২ বছর পর তিনি ১৮ রামাযান ৭৫৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। যে হুজরায় তিনি থাকতেন সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর সেখানে তাঁর ঈসালে সাওয়াব মাহফিল মুবারক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাঁর খলীফাগণ

তাঁর খলীফাগণের সংখ্যা অনেক । কিছু প্রসিদ্ধ খলীফার তালিকা দেওয়া হলো: হযরত খাজা বান্দা নওয়ায সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসু দরাজ (রহ.), হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (যিনি হুযুরের ভাগিনা হন), হযরত মাখদুম জাহানিয়াঁ জাঁহা গশত (রহ.), হযরত শায়খ সদরুদ্দীন তবীব দুলহা (রহ.), হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর আল মক্কী আল হুসাইনী (রহ.), হযরত মাওলানা আলাউদ্দীন সন্দিলভী (রহ.), হযরত মাওলানা খওয়াজগী (রহ.), হযরত মাওলানা আহমদ থানসিড়ি (রহ.), হযরত শায়খ মুঈন উদ্দীন খুরদ (রহ.), হযরত কাজী আবদুল মুকতাদির ইবনে কাজী রুকনুদ্দীন (রহ.), হযরত কাজী মুহাম্মদ শাদী মখদুম (রহ.), শায়খ সুলায়মান রদুলভী (রহ.), হযরত শায়খ মুহাম্মদ মুতাওয়াক্কিল (রহ.), হযরত শায়খ দানিয়াল উরফে মাওলানা আউদ (রহ.), হযরত মখদুম শায়খ কওয়ামুদ্দীন দেহলভী (রহ.), হযরত খাজা বন্দা নওয়ায সাইয়েদ মুহাম্মদ গেসুদরাজ (রহ.) যিনি দিল্লির দক্ষিণে তশরীফ নিয়ে যান এবং হযরত শায়খ কামাল উদ্দীন (রহ.) যিনি দিল্লিতেই থেকে যান ।

বিশেষ গুণাবলি

তিনি পরিমার্জিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তিনি জ্ঞান গরিমা ও ইশকে মাওলার জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তিনি সহনশীলতা, দয়া ও পরোপকারের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্যের জন্য হিমালয় ছিলেন । কেউ ক্ষতি করলে তাঁকে উপকার করে দিতেন । তিনি শায়খগণের মাঝে ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ । তিনি পীরগণের মাঝে এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন ।

যৌবনকালে যেখানে মানুষের কর্ম জীবন শুরু তিনি সেখানে মিথ্যা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন । তিনি রাজা-বাদশাহদের থেকে অনেক দূরে থাকতেন । উজিরগণের দরবারে কিছুই কামনা করতেন না । তিনি সব সময় পীরের দরবারে সেবাকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে রাখতেন । তিনি খুব বেশি সেমার (সামা') ভক্ত ছিলেন ।

তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল-সহানুভূতিপ্রবণ

এক দিনের ঘটনা । একজন কলন্দর তাঁর খানকায় পৌঁছলেন । সে সময় হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) আপন হুজরায় অবস্থান করছিলেন । সেই কলন্দর হুজরা শরীফে ঢুকে পড়লেন, যদিও খানকায় কারো প্রবেশের অনুমতি ছিলনা । কলন্দর হুযুরের সেই মস্তকে আঠারটি আঘাত

করলেন। তিনি সে সময়ে এমন মুরাকাবায় ছিলেন যে, তিনি এসব কিছুই জানতে পারলেন না।

হুজরা থেকে যখন রক্ত রেখা বেরিয়ে আসছিল তখন সেদিকে সকলের দৃষ্টি গেল। সকলে খানকায়ে প্রবেশ করে কলন্দরকে পাকড়াও করলেন। তিনি নিষেধ করলেন, ওই কলন্দরকে তোমরা কোন শাস্তি দিও না। হুযুর নিজ হাতে ওই কলন্দরকে একটি তেজী-ঘোড়া এবং পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদায় করলেন। কলন্দরকে বাৎলিয়ে দিলেন, ঘোড়া নিয়ে যদি তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে চলে যাও, তাহলে তোমাকে অন্য লোকজন কষ্ট পৌঁছাতে সুযোগ পাবে না। হুযুরের পরামর্শ মতে কলন্দর সেটাই করলেন।^১

গযল আসক্তি

নিচে হুযুরের গাওয়া একটি গযল তুলে ধরা হল:

- ☆ بے کارم و باکارم چوں مد بحساب اندر ☆ گویانم و خاموشم چوں خط کتاب اندر
- ☆ اے زاہد ظاہر بین از قرب چرمی پر سی ☆ اور من و من دروئے بوبہ گلاب اندر
- ☆ دریا است پر از چشم لب تر نہ شود ہرگز ☆ این طرفہ عجائب بین تشہ است آب اندر
- ☆ گہہ شادم و گہہ غمگین از حال خودم غافل ☆ می گویم و می خندم چوں طفل بخواب اندر
- ☆ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد ☆ این طرفہ عجائب بین دریا بحساب اندر

আমি লিপ্ত কিংবা নির্লিপ্ত অথৈ জোয়ারে বুদবুদ যেন

নীরব কি সরব থাকি, লিখা থাকে গ্রন্থে যেন।

সুরতের অর্চণাকারী হে সাধক! কিবা প্রশ্ন ইতর

সে আমাতে আমি তাতে লীন, খুশবু যেমন পুষ্প ভেতর।

অশ্রুতে মোর সাগর ভরে, তথাপি মুখ সিক্ত হয়না

আলবৎ অবাক লাগে, জলমগ্ন থাকি তবু তৃষ্ণা বারণ হয় না।

হর্ষে-বিষাদে আড়া আড়ি, নিজেকে নিয়ে কিশ্বিত ভাবি না

কভু কান্দি, কভু হাসি, শিশুর ঘুমে যেন স্বপ্নিল আলপনা।

প্রেম বিহনে ঠাঁই মিলেনা নাসিরুদ্দীনের অন্তরে

আজব কারিশমা, সাগর কি করে হজম হয় বুদবুদ ভেতরে।

তাঁর শিক্ষাসমূহ

পীরের গুণাবলি: তিনি বলেন, হে দরবেশ! তরীকতের পথে দরবেশ

^১ ফেরেস্টা, তারীখে ফেরেস্টা

তাদেরকে বলা যায়, যাঁর মধ্যে মুরীদের অভ্যন্তরীণ হাল-হাকীকত আয়নার মত ভাসতে থাকে এবং প্রতিক্ষণে মুরীদের জাহেরী-বাতেনী ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অবগত হয়ে শুধরাতে সক্ষম হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাঁর অন্তরের আয়নাকে পরিষ্কার করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে থাকতে হবে।

মুরীদের জন্য যা অবশ্যই পালনীয়: তিনি বলেছেন, প্রকৃত মুরীদ তাঁরাই যারা পীরের প্রতিটি নির্দেশই পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পীর ইচ্ছা করে যেটুকু দেখাবে সেটুকু দেখবে এবং প্রতি মুহূর্তে মনে করতে হবে পীর আমার সবকিছুই প্রত্যক্ষ করছেন। অন্তরে কোন ভাল-মন্দ এসে থাকলে অবশ্যই পীরকে খোলা মনে বলে দিতে হবে। মুরীদগণের অন্তরে জরুরা পরিমাণও পীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রশ্ন যদি থাকে তাকে কখনো খাঁটি মুরীদ বলে গণ্য করা যাবে না।

ফকীরীর উদ্দেশ্য: হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) বলেন, ফকীরীর মূল কর্মকাণ্ড হচ্ছে, গভীর সাধনা। তাও খাঁটি অন্তর নিয়ে হতে হবে নতুবা মানুষজন যাতে বলে বেড়ায় উনি বড় ইবাদতকারী, কঠোর সাধনাকারী। অথচ সেই গভীর সাধনার মূল উদ্দেশ্যে থাকতে হবে মহান স্রষ্টাকে পাওয়া। যখন সেই কঠিন সাধনা মহান আল্লাহর সম্ভৃষ্টির জন্য হয়ে যাবে তখনই প্রকৃত পুরস্কার পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ জল্লা জলালুহু তাঁকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন।

সর্বোৎকৃষ্ট কাজ: সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে, নফসকে বন্দী করা। মুরাকাবা করার সময় সুফিগণকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে নফস অবদমিত থাকে। তাঁকে দমন, শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারলেই বাতেনকে জয় করা যাবে। যখন তাঁকে নিশ্বাস নিতে দেবে তাঁর পক্ষ থেকে খারাপটাই পাওয়া যাবে শুধু।

তাঁর নির্বাচিত বাণীসমূহ

- সকল কর্মে খালেস নিয়ত থাকা অবশ্যিক। ব্যবসার হালাল উপার্জন করা খাদ্যই সর্বোত্তম। আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের যতই মহান আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গভীর হতে থাকবে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর মেলামেলা সেভাবে কমে যাবে।
- দরবেশগণের উচিৎ হবে না, যদিও তাঁরা উপবাসে দিন-রজনী কাটান তবুও তা কারো কাছে ব্যক্ত করা।
- দুনিয়ার উপার্জনকালে যদি ভালো নিয়ত থাকে তবে তা আখেরাতের উপার্জন বলে গণ্য হবে।

- ভাৱাক্ৰান্ত মনের জন্য সেমা ওষুধ বিশেষ। যেভাবে দৈহিক অসুস্থতার চিকিৎসা হয় তেমনি অসুস্থ অন্তরের জন্য সেমা ছাড়া কোন চিকিৎসা নেই।

তাঁর অযীফাসমূহ

আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য: আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা অর্জনের জন্য আসর নামাযের পর পাঁচ বার সূরা ‘নাবা’ পড়লে উপকার পাওয়া যাবে।

চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য: চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এশার নামাযের পর দুই রাকাত নামায আদায় করবে যার প্রতি রাকাতে সূরায় ফাতিহার সাথে ৩ বার সূরায় কাউসার পড়বে এবং এরপর সেজদায় গিয়ে পাঠ করবে: **مَسْتَعْنِي بِسْمِعِي وَبَصَرِي وَجَعَلَهَا الْوَارِثُ**।

তাঁর কতিপয় কারামত

একদিন তাঁর সামনে হযরত আযীয উদ্দীন (রহ.) উপস্থিত ছিলেন। হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.) একটা কাগজে কিছু লিখে তা হযরত আজিজ উদ্দীন (রহ.)-কে দিয়ে বললেন, যেন তা হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর রওজা শরীফে পেশ করা হয়। হযরত আজিজ উদ্দীন (রহ.) তা পড়ার ইচ্ছা হলেও পড়া থেকে বিরত থাকলেন। তিনি ভাবলেন, প্রথমে হুকুম মত কাগজটি রওজা শরীফে পেশ করে পরে পড়তে পারবেন। রওজা শরীফে কাগজটি অর্পণ করার পর যখন তাতে দৃষ্টি দিলেন তখন দেখলেন, কাগজে কোন লেখা নেই, বরং কাগজ সাদা।^১

সুলতান মুহাম্মদ ইবনে তুগলক এক স্থানে সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। সাথে বুজর্গানে দীন ও মাশায়েখগণকে নিয়ে চললেন। যাওয়ার সময় শায়খ নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)-কে নিতে চাইলেন। তিনি বললেন, এ মুহূর্তে সুলতানের উচিৎ হবে না আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। কারণ তিনি সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না। ছয়র যা বলেছেন, অবশেষে সেটাই হয়েছে। তিনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেই মারা যান। শেষে হযরত শায়খ নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহ.)-এর দুআর বদৌলতে মুহাম্মদ ফিরোজ শাহ বাদশাহ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তাঁর শেষ বয়সে হযরত নাসির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রহ.)-এর দেহ মুবারক থেকে এমন খুশবু বেরুত যেভাবে হযরত মাহবুবে ইলাহী নিয়াম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর শরীর মুবারক থেকে বেরুত।

^১ আল-কিরমানী, সিয়াকুল আউলিয়া ফী তারাজিমিশ ওয়ুখিল চিশতিয়া

হযরত খাজা আমীর খসরু মাহমুদ দেহলভী (রহ.)

হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.) রাজকীয় স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর মুরীদ ও খলীফা হন।

বংশ-পরিচিতি

তিনি বলখের হাজারা নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন। জ্ঞানে, অর্থ-সম্পদে সেই বংশ রাজ্যের শীর্ষে ছিল।

পিতৃপরিচয়

তঁার পিতার নাম আমীর সাইফ উদ্দীন মাহমুদ। তিনি আমীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি চেঙ্গীস খানের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং রাজকীয় দরবারের কোন এক সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তঁার দু'জন ভাই ছিলেন। এক ভাইয়ের নাম ছিল হযরত এজাজ উদ্দীন আলী শাহ এবং অপর ভাইয়ের নাম হুসাম উদ্দীন।

জন্মগ্রহণ ও উপাধি

তিনি মুমিনবাদ যা বর্তমানে পটিয়ালী হিসেবে পরিচিত, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। তঁার প্রকৃত নাম হচ্ছে আবুল হাসান, তঁার উপাধি হচ্ছে ইয়ামীন উদ্দীন। জন্মতারিখ অজানা।

তঁার শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি তঁার শ্রদ্ধেয় পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি যখন নবম বছরে পদার্পণ করেন তখন তঁার সম্মানিত পিতা ইহধাম ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমালেন।

পিতার বিদায়ের পর তঁার মাতৃ সম্পর্কীয় এক দূরাত্মীয় তঁার লেখা-পড়া, দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। 'ইমাদুল মুলুক' যিনি এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং যার বয়স একশত ২৩ বছর পড়েছিল তিনি

আবার সম্পর্কের দিক থেকে নানা ছিলেন, তিনিই হুয়ুরকে দিল্লীতে যাবতীয় শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করে দেন।

বায়আত ও খিলাফত লাভ

যখন তাঁর বয়স ৮ বছর হয়েছিল তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁকে নিয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর দরবারে হাজির হন। তিনি ইচ্ছা করলেন, নিজের পীর নিজেই নির্বাচন করবেন। এটা বুঝতে পেরে হযরত আমীর খসরুর পিতা মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে ঢুকে পড়লেন কিন্তু হযরত আমীর খসরু (রহ.) দরবারের বাইরে বসে একটি কবিতা লিখছিলেন। যা হুবহু এ রকমই লিখা হয়েছিল,

☆ تو آن شاهی که بر ایوان قصر ت
کبوترگر نشیند باز گردد

☆ غریبه مستمندے بردار آمد
بیاید اندرون یاباز گردد

অমন শাহী প্রাসাদ তোমার, কবুতর বসলে যেথা বাজপাখি হয়
সম্মলহীন তোমার দরবারে গেলে নিমিষে ধনাঢ্য হয়।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) প্রকৃতই যদি কামিল পীর হয়ে থাকেন তাহলে আমার কবিতার নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন এবং আমাকে ডেকে নিবেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁর এক খাদেমকে বললেন, বাইরে যে ছেলটি বসে আছে তাঁর কাছে গিয়ে আমার কবিতাটি পাঠ করে শুনায়ে দাও। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ:

☆ که با یک نفس ہراز گردد
بیاید اندرون مرد حقیقت

☆ ازان راهے کہ آمد باز گردد
اگر ابلہ بود آن مرد نادان

আসবে যে কেউ সহসা অভ্যন্তরে
নিরেট সোনার মানুষ হয়ে যাবে সে ফিরে
সে যদিও হয় অজ্ঞ-অধম অবুজ
এ পথে এলে পরে হবে চির সবুজ।

তিনি যখন এ কবিতাটি শুনে, তখন আর দেরী না করে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন এবং বায়আত গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

এখানে একাগ্রতা, আন্তরিক বিশ্বাস এবং নির্ভেজাল ভালোবাসাই তাঁকে মনজিলে পৌছতে সাহায্য করেছেন। দেখা গেল, অল্প দিন অতিবাহিত না হতেই তিনি নিজ পীর-মুরশিদের সৌহার্দ ও প্রেম-ভালোবাসার এমন

৪৩ চিশতিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ তিন বুয়ুর্গানে দীন

সোপানে পৌছতে সক্ষম হলেন যা ভাষায় প্রকাশ করার অবকাশ রাখেনা। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) শেষ পর্যন্ত তাঁকে খিলাফতী জুব্বা পরিধান করায় অতি সৌভাগ্যবান বানালেন।

খাজা হাসান (রহ.)-এর সাথে ভালোবাসা

অলিকুল শীরমনি খাজা আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে খাজা হাসানের জান কুরবান সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আশেক-মাশুকের এ সম্ভাব প্রত্যক্ষ করে শাহজাদা সুলতান খাঁ খাজা হাসানকে একবার বেত্রাঘাত করেন। এজন্য শাহজাদা সুলতান খাঁ তাঁকে ডাকিয়ে তাঁদের পারস্পরিক ভালোবাসার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি জবাব দিলেন, আত্মসম্মতবোধ আমাদের থেকে উঠে গেছে। সুলতান বললেন, তাঁর প্রশ্ন কি? তিনি নিজ জামার আস্তিন উঠিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই দেখে নাও। যেখানে খাজা হাছানকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, সেখানে এখনো তাঁর হাতসহ বেত্রাঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে হুবহু।^১

বাদশাহগণের সাথে সুসম্পর্ক

তিনি এবং হযরত খাজা হাসান (রহ.) সুলতান উভয়ে গিয়াসুদ্দীন বলবনের ছেলে শাহজাদা মুহাম্মদ সুলতান খাঁর অনুচর ছিলেন। শাহজাদা সুলতান থাকতেন মুলতানে। তিনি কয়েকবার চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে চাইলেন কিন্তু শাহজাদা সুলতান তাঁকে ছাড়তে রাজি হলেন না। যখন শাহজাদা সুলতান মুলতানে শহীদ হলেন, তখন তিনি দিল্লী এসে জনাব আমীর আলীর সঙ্গে নিলেন। সুলতান জালাল উদ্দীন খলজী তখতে আরোহণ করলে তিনি তাঁরও আস্থাভাজন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ সুলতান মুবারক শাহ পর্যন্ত যত বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন সকলেই তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শাহী দরবারে তাঁর অশেষ সম্মান বিরাজমান ছিল।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক যার নামে হুযুর নিজ হাতে *তুগলকনামা* লিখেছিলেন, সকল বাদশাহর চাইতে তিনি সবচেয়ে বেশি হুযুরকে ইজ্জত সম্মান করতেন।

হযরত আবু আলী কলন্দর সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ

একবার সুলতান আলাউদ্দীন খলজী কিছু হাদিয়াসহ হযরত আমীর খসরুকে (রহ.) শায়খ আবু আলী কলন্দর পানিপথ (রহ.)-এর কাছে প্রেরণ করলেন। হযরত কলন্দর ছাহেব (রহ.) তাঁর কথা শুনে বেশ মুগ্ধ হলেন এবং

^১ তারীখে আউলিয়া

স্বয়ং কিছু কথাবার্তা হযরত আমীর খসরু (রহ.)-কে শোনালেন। হযরত আমীর খসরু (রহ.) কলন্দরের কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। হযরত কলন্দর ছাহেব হযরত আমীর খসরুর (রহ.) কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, হে খসরু! কিছু কি বুঝতে পেরেছ, না এমনিতেই শ্রেফ কান্নাকাটি করছ? হযরত আমীর খসরু (রহ.) বললেন এজন্য কাঁদছি যে, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। হযরত কলন্দর সাহেব (রহ.) এ জওয়াব শুনে বেশ উৎফুল্ল হলেন। অতঃপর সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর পাঠানো হাদিয়া গ্রহণে সম্মত হলেন।

তাঁর ভারী উপাধি অর্জন

তিনি একদিন মনে মনে ভাবলেন, আমার ব্যক্তিত্ব মনে হয় স্বাভাবিক বান্দাগণের মতোই। কতইনা ভাল হত যদি খাস ফকীরগণের দলভুক্ত হয়ে যেতে পারতাম। তিনি মনের কথাটুকু নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর বরাবরে না জানিয়ে পারলেন না। তখন হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর কথা শুনে, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলে ফেললেন, তোমাকে কিয়ামতের দিন ‘মুহাম্মদ কা ছেলীন’ বলে ডাকা হবে।^১

তাঁর অসীয়াত

হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)-এর পীর সাহেব হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে পবিত্র জবানে যে সব মুহাব্বতের বাক্য যোগে সম্বোধন করতেন সেসব শব্দ একটি কাগজে লিখে তাবিজের মত গলায় ধারণ করতেন। তিনি অসীয়াত করে যান, যেন এই লেখা তাবিজটি স্বয়ত্তে তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়।

ওফাত

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) যখন দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিচ্ছিলেন হযরত আমীর খসরু (রহ.) তখন দিল্লী উপস্থিত ছিলেন না। সে সময় তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুগলকের সাথে লখনৌতে ছিলেন। পরে নিজ পীর-মুরশিদের ওফাতের সংবাদ অবগত হয়ে দিল্লী আসেন এবং নিজ পীরের মাজারে হাজিরা দিলেন। পরে সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যা কিছু সম্বল ছিল সবটুকুই ফকীরদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিলেন। শোক পালনস্বরূপ কালো কাপড় গায়ে জড়ালেন এবং মাজার শরীফে থাকা আরম্ভ করে দিলেন।

একাধারে ৬ মাস অত্যন্ত শোকে অতিবাহিত করার পর শেষ পর্যন্ত ১৮ শওয়াল ৭২৫ হিজরী সনে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ

^১ শরফুল মুনাকিব

করলেন। তাঁর মাজার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর পবিত্র মাযারের অনতিদূরে ‘চবুতরানে ইয়ারাঁ’ নাম নিয়ে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রতি বছর সেখানেই আমীর খসরু মাহমুদের বার্ষিক ঈসাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

চারিত্রিক গুণাবলি

তিনি শুধু এক সুললিত কণ্ঠের গজল গায়ক ছিলেন না বরং একজন উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন আলেমে দীন, অবিসংবাদিত লেখক, কৌতুককারী ব্যক্তিত্ব এবং আধ্যাত্মিক সুলতান ছিলেন। তিনি একজন অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন খিলাফতপ্রাপ্ত সূফীয়ায়ে কেরামগণের দলভুক্ত সার্থক দরবেশ ছিলেন। তিনি শেষ রাত্রি জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাজে একাধারে ‘সাত পারা’ কুরআন পাঠ করে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। অত্যন্ত বিনম্রতা অবলম্বন করে অঝোরে কাঁদতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি চাকুরী করেও একাধারে ৪০ বছর পর্যন্ত গোটা বছর রোযা রেখেছিলেন। তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) সাথী হয়ে পায়ে হেটে হজ্জব্রত পালন করেছিলেন।^১

পীর-মুরশিদের ভালোবাসা

তিনি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে পীর-মুরশিদের সীমাহীন ভক্ত ছিলেন। তিনি ফানা ফিশ শায়খের দরজায় পৌঁছেছিলেন। যতদিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন সব সময়টুকু নিজ পীর সাহেবের দরবারেই কাটিয়ে দিতেন।

একদিন এক ব্যক্তি হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হলেন, সাথে এক মেয়েও ছিল। লোকটি মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভাগ্যক্রমে সেদিন দরবারে এক জোড়া জুতা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিরুপায় হয়ে সেই জুতাটুকু আগত লোকটিকে দিয়ে দিলেন। লোকটি এসেছিল নগদ কিছু অর্থ-কড়ি পাওয়ার জন্য তাই জুতা পেয়ে সে খুশি হতে পারেনি।

সেই লোকটি দিল্লী থেকে যাত্রা করে পথিমধ্যে একটি লঙ্গর খানায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। এদিকে হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)ও অনেক টাকা-কড়ি সাথে নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তবে, একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে দু’জনের পথে দেখা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে হযরত আমীর খসরু (রহ.) স্বীয় পীরের খুশবু পেয়ে গেলেন। তিনি তালাশ করতে লাগলেন, কোন

^১ দারানশিকোহ, সফীনাতুল আউলিয়া

লোকটি এখন দিল্লী থেকে আসছিল। ইত্যোবসরে সেই লোকটির সাথে পরিচয় হয়ে গেলে হযরত আমীর খসরু (রহ.) জুতা জোড়ার ব্যাপারে জানতে চাইলেন তিনি জুতা জোড়া সেই লোকটির কাছ থেকে নিয়ে নিলেন বিনিময়ে সাথে যা সম্পদ ছিল সবটাই লোকটিকে দিয়ে সম্ভষ্ট করলেন। সেই জুতা দুটি তিনি পাগড়ির সাথে বেঁধে মাথায় নিয়ে নিলেন এবং এভাবেই হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) দরবারে সোজা উপস্থিতি হলেন।

পীর-মুরশিদের পক্ষ থেকে ভালোবাসা

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজে হযরত আমীর খসরু মাহমুদকে (রহ.) অত্যন্ত ভালবাসতেন।^১ একবার হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বললেন, বললেন, হে খসরু! আমি অন্য সবার ব্যাপারে সংবরিত হলেও তোমার ব্যাপারে নই। এমনকি, আমি আমার জন্য হলেও তোমার ব্যাপারে নই।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) তাঁকে **ترک الله** উপাধি দিয়েছিলেন। একবার তিনি হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর ব্যাপারে বলেন, আমি কখনো তাকে ছাড়া বেহেস্তে পা রাখব না এবং দুজন যদি একই কবরে দাফন করা শরীয়তে নিষেধ না থাকত তাহলে আমি অসীয়াত করতাম দুজনকে যেন একই কবরে দাফন করা হয়।

অন্য এক সময় হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) বলেন, রোজ কিয়ামতে প্রত্যেক বান্দা থেকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি জিনিসটা এনেছ? আমার কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি **ترک الله**-এর প্রেমের আগুন এনেছি, এটাই জবাব দেব।

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) আরও বলতেন, হে প্রভু! আমাকে **ترک الله**-এর ভালোবাসার আগুনে জ্বলার শক্তি দাও।

একবার হযরত আমীর খসরু (রহ.) পূর্ববর্তীগণের বক্তব্যের খণ্ডন করেন এবং **عنه**-এর জবাব লিখার সময় এ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন,

س دبدبه خسرویم چوں شد بلند ☆ زلزله در گور نظامی گند

খসরুর জালালী স্বভাব যখন জাগ্রত হয়

নিজামীর সমাধিতে তখন কম্পন শুরু হয়।

এ সময়ে এক খোলা তলোয়ার ছ্যুরের মাথার উপর এসে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) এবং খাজা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

^১ লতায়িফে আশরফী ফী বয়ানে কওয়াইফে সুফী

গঞ্জেশকর (রহ.) উপস্থিতি কামনা করলেন। হঠাৎ একটি হাত দেখা গেল, যার আস্তিন গুটানো। মুহূর্তে তলোয়ার অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত খাজা আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.) নির্ঘাত বেঁচে গেলেন।

তিনি এরপর হযরত মাহবুবে ইলাহী নিজাম উদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর দরবারে হাজির হলেন। তিনি ইচ্ছা করছেন, সকল ব্যাপারটুকু খুলে বলবেন, কিন্তু দেখা গেল, হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজেই সেই গুটানো আস্তিনঅলা হাত মুবারক দেখালেন। হযরত আমীর খসরু (রহ.) তৎক্ষণাৎ সম্মানান্তে জমিনে সিজদাবনত হয়ে পড়লেন।^১

হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) স্বয়ং হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.)-এর প্রশংসায় নিচের কবিতাটি কলমবদ্ধ করেছিলেন।

خسرو که به نظم و نثر مثلش که خاست ☆ ملکیت ملک سخن از خسرو ماست
 این خسرو ماست ناصر خسرو نیست ☆ زیرا که خدا ناصرا این خسرو ماست
 খসরুর উপমা গদ্যে-পদ্যে সত্যিই অনুপস্থিত
 বাকশক্তিটুকুও কোথা পাবো খসরু ব্যতীত।
 এতো স্বয়ং খসরু কেউ সাহায্যকারী নয়
 খসরুর ত্রাণকর্তা শুধু মওলাই হয়।

কাব্য ও কবিতা

তুহফাতুল ইনস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হযরত আমীর খসরু মাহমুদ (রহ.) পাঁচ লাখের কম এবং চার লাখের অধিক ফারসি ভাষায় বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেছেন। নয় বছর বয়সকালে তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ছাহেবের মৃত্যু হলে এক শোকগাঁথামূলক কবিতা লিখেন। যার একটি চরণ তুলে ধরা হল:

سیف از سرم گذشت و دل دو نیم ماند ☆ دریائے ماروان شد و در یتیم ماند
 শমশির মস্তক ছুয়ে গেল, রয়ে গেল প্রাণ
 মম স্রোতস্বীণী প্রবাহমান, চির অটুট অঙ্গান।
 তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অনেক কবিতাই লিখে গেছেন। নিজ পীর সাহেব (রহ.)-এর শানে লিখা কবিতার দু'টি চরণ নিম্নরূপ:

جد از خانقاه او بتقدیم ☆ حطیم کعبه را ماند به تعظیم

^১ তুহফাতুল আনস

ملک کردہ نقش آشیانہ ☆ چواندر سقہا کنجش خانہ

খানকা বিচ্যুত হলেও হাতীমে কাবার রবে সম্মানা

শাহ গড়েছে যেথা আস্তানা চড়ইয়ের যেন বালাখানা ।

জাওয়াহিরুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে দেখা যায় হযরত খাজা আমীর মাহমুদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একবার হযরত শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) সুদূর ভারত এসেছিলেন ।

একবার হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.)-এর সাথে হযরত খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটে যায় । তিনি হযরত খিযির (আ.)-এর কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন, হযরতের মুখ নিসৃত একটুখানি লালা যেন তাঁকে খাওয়ায়ে দেন । হযরত খিযির (আ.) বলে দিলেন, সেই সৌভাগ্য হযরত শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) নিয়ে ফেলেছেন । তিনি সোজা মাহবুবে ইলাহী (রহ.)-কে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন । হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.) নিজ মুখের কিছু লালা হযরত খাজা আমীর খসরু (রহ.)-কে খাওয়ায়ে দিলেন । সেই লালার বরকতে হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর মুখের এমন বরকত লাভ হয়েছিল যে, তাঁর মুখের কোন দু'আই আর বিফলে যেত না । সেই সৌভাগ্য কোন শিষ্যই লাভ করতে পারেনি ।

তাঁর লিখিত বিশেষ গ্রন্থাবলি

তাঁর লিখিত বর্তমানে বায়ান্নটি গ্রন্থ রয়েছে । বিশেষ গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা পেশ করা হল: রাহাতুল মুহিব্বীন; এ গ্রন্থে তিনি হযরত মাহবুবে ইলাহীর (রহ.) বিভিন্ন বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন, তুহফাতুস সগীর, ওয়াসাতুল হায়াত, ইজ্জতুল কামাল, বকিয়াহ নকীয়া, নিহায়তুল কামাল, কুরআনুস সা'দীন, মতলাউল আনওয়ার, ব-জওয়াবে মখযানিল আসরারে নিযামী, শীরীন-খসরু, লাইলী মজনু, আয়েনায়ে সিকান্দারী, হাশতে বেহেশত, তাজুল ফতুহ, ন-ফের ইজাজে খসরুবা, তুগলকনামা, খাযায়িনুল ফতুহ ও মনাকিবে হিন্দ ইত্যাদি ।